গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
মাদক অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

নং-৪৪.০০.০০০০.০৬১.০২.০০১.২০১৭-৬৯৬ তারিখ ঃ ১১/০৭/২০১৭ খ্রিঃ

বিষয় ঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৭ এর খসড়া ওয়েব সাইটে প্রকাশ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে খসড়া 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৭' ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১১/০৭/২০১৭
(ফেরদৌস রওশন আরা)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৩২২৯

সহকারী প্রোগ্রামার
আইসিটি সেল
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

অনুলিপিঃ

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

২। অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৭
(২০১৭ সালের ..... নং আইন)

মাদকদ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ, সরবরাহ ও চাহিদা হ্রাস, অপব্যবহার ও চোরাচালান প্রতিরোধ এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ রহিতক্রমে,মাদকদ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ, সরবরাহ ও চাহিদা হ্রাস, অপব্যবহার ও চোরাচালন প্রতিরোধ এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন যুগোপযোগী করাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিধান সম্বলিত, একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন:

(১) এই আইন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে ;

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে ।

২। সংজ্ঞাঃ

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে --

(অ) "অধিদপ্তর" অর্থ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর;

(আ) "আইন" অর্থ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৭;

(ই) "আইসোমার (Isomer)'' অর্থ একই যৌগের দুই বা ততোধিক রুপ । যাহাতে শুধুমাত্র পারমাণবিক বিন্যাসের তারতম্যের কারণে কতিপয় বৈশিষ্ট্যের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়;

(ঈ) **"আলামতখানা"** অর্থ বিভাগীয় আলামতখানা বা অভিযানকালে উদ্ধার ও জব্দকৃত মাদকদ্রব্য এবং এই আইনের ৩৪ ধারায় বর্ণিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দ্রব্যাদি, ইত্যাদি সংরক্ষণ করার স্থান;

(উ) ''উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাতকরণ'' অর্থ এই আইনের তফসিলের অন্তর্ভুক্ত কোন মাদকদ্রব্যকে কোন বস্তু হইতে সংগ্রহ বা চয়ন করা, উহার পরিশোধন করা, রাসায়নিক বিন্যাস ও বিশ্লেষণ করা, তৈরী বা প্রস্তুত করা, উহার সহিত কোন কিছু দ্রবীভূত বা মিশ্রিত করা, উহাকে অন্য কোন মাদকদ্রব্য, কিংবা উহার উপজাত দ্রব্য বা যৌগ, কিংবা উহা হইতে উদ্ভুত বা তৈরীকৃত কোন পদার্থ (যাহাতে উক্ত পদার্থ উহার রাসায়নিক গুণাগুণ ও মনোদৈহিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ক্ষমতাসহ বিদ্যমান) কিংবা উহার কোন এ্যালকালয়েড, সল্ট, আইসোমার, এ্যানালগ কিংবা এ্যাগনিষ্ট (যে বাণিজ্যিক নাম বা আকারেই থাকুক না কেন) ইত্যাদিতে রূপান্তরিত করা, কিংবা উহা শিশি, বোতল, এ্যাম্পুল, প্যাকেট, মোড়ক, ইত্যাদিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ও মাত্রায় বিভাজন ও বিন্যস্ত করা;

(ঊ) ''এ্যাগনিষ্ট (Agonist)'' অর্থ এমন বস্তু যাহা এই আইনের তফসিলে উল্লিখিত কোন মাদকদ্রব্যের রাসায়নিক গঠনের অনুরূপ গঠনবিশিষ্ট বস্তু না হওয়া সত্বেও আসক্তি ও মনোদৈহিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে একইভাবে কাজ করে কিংবা সাহায্য করে;

(ঋ) ''এ্যানালগ (Analogue)'' অর্থ এই আইনের তফসিলে অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন বস্তু, যাহার রাসায়নিক সংগঠন এই আইনে তফসিলে অন্তর্ভুক্ত কোন মাদকের রাসায়নিক সংগঠনের অনুরূপ এবং যাহার আসক্তি সৃষ্টিকারী মনোদৈহিক কার্যক্রমও একই রকম;

(এ) ‘‘এ্যালকালয়েড (Alkaloid)’’ অর্থ এই আইনের তফসিলে উল্লিখিত কোন মাদকদ্রব্য বা বস্তু হইতে রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত কোন বস্তু যাহার আসক্তি সৃষ্টিকারী মনোদৈহিক প্রতিক্রিয়া মূল মাদকদ্রব্য বা বস্তুটির অনুরূপ;

(ঐ) ‘‘এ্যালকোহল’’ অর্থ হাইড্রোকার্বনজাত (OH^-) হাইড্রোক্সিল মূলক সম্বলিত কোন জৈব যৌগ বা এই আইনের তফসিলের খ শ্রেণীর মাদকদ্রব্যের ক্রমিক নং ৩ এবং গ শ্রেণীর মাদকদ্রব্যের ক্রমিক নং ১ ও ২ এ উল্লিখিত যে কোন দ্রব্য বা তরল পর্দাথ;

(ও) ‘‘ওয়াশ’’ অর্থ শর্করা কিংবা শ্বেতসার বা সেলুলোজ সম্বলিত যে কোন বস্তুকে পানি ও অন্যান্য উপকরণ সহযোগে গাঁজনের (Fermentation) মাধ্যমে উৎপন্ন এ্যালকোহল মিশ্রিত দ্রবণ;

(ঔ) ‘‘কমিটি‘‘ অর্থ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত ‘জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটি ;

(ক) ‘‘চাষাবাদ’’ অর্থ এই আইনের তফসিলভুক্ত কোন মাদকদ্রব্যের উৎস হইতে পারে এমন কোন উদ্ভিদের বীজ বপন, চারা রোপন, কলমকরণ, চারা উৎপাদন, কিংবা উহাতে জল সেচন, সার বা কীটনাশক প্রায়োগ এবং আগাছা পরিস্কারসহ উক্ত উদ্ভিদের যে কোন ধরনের পরিচর্যা করা, বেড়া দেওয়া, ঠেস লাগানো, কিংবা উহার পাতা, ফল, ফুল, বীজ, নির্যাস, কিংবা এই গুলির যে কোনটি হইতে কোন মাদকদ্রব্যের কাচাঁমাল, উপাদান, উপকরণ ইত্যাদি সংগ্রহ করা;

(খ) ‘‘চিকিৎসক’’ অর্থ Medical and Dental Council Act, 1980 (XVI of 1980) এর section 2 এর clause এর (I) ও (m) এ সংজ্ঞায়িত Registered Dentists ও Registered Medical Practitioner এবং Bangladesh Veterinary Practitioner Ordinance, 1982 (XXX of 1982) এর section 2(g) তে সংজ্ঞায়িত Registered Veterinary Practitioner এবং Bangladesh Homeopathic Practitioners Ordinance, ১৯৮৩ অনুসারে স্বীকৃতি প্রাপ্ত বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড কর্তৃক রেজিষ্ট্রিভুক্ত ও তালিকাভুক্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ ;

(গ) ‘‘ ডিস্টিলারী’’ অর্থ এ্যালকোহল উৎপাদনের যে কোন স্থাপনা বা কারখানা;

(ঘ) ‘‘তফসিল’’ অর্থ এই আইনের সহিত সংযুক্ত তফসিল;

(ঙ) ‘‘দখল বা ধারণ’’ অর্থ কোন কিছু কাহারও অঙ্গ-প্রতঙ্গে, পোষাকে, মালিকানায়, সত্ত্বে, অধিকারে, নিয়ন্ত্রণে বা কর্তৃত্বে স্বজ্ঞানে থাকা বা কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন কিছু সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ এবং প্রদর্শন করা;

(চ) ‘‘ নিয়ন্ত্রিত বিলি’’ অর্থ এই আইনের অধীন বিচারার্থ গ্রহণীয় কোন অপরাধ সংঘটনে জড়িত ব্যক্তিদের সনাক্ত করিবার উদ্দেশ্যে পরিচালিত বিশেষ তদন্ত কৌশল, যাহাতে কোন মাদকদ্রব্য, উহার উৎসবস্তু, উপাদান বা মিশ্রণের বেআইনী বা সন্দেহজনক চালানকে তদন্তের ক্ষমতা সম্পন্ন কোন আইন প্রায়োগকারী সংস্থা (সরকারের) জ্ঞাতসারে ও তত্ত্বাবধানে শেষ গন্তব্য পর্যন্ত পরিবহন, বিতরণ বা হস্তান্তর করিতে দেওয়া হয় এবং যাহার মাধ্যমে উৎস হইতে গন্তব্য পর্যন্ত উক্ত মাদকদ্রব্যের যাবতীয় কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট বা জড়িত সকল অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়;

(ছ) ‘‘ পারমিট’’ অর্থ এই আইনের অধীন প্রদত্ত পারমিট;

(জ) ‘‘পাস’’ অর্থ এই আইনের অধীন প্রদত্ত পাস;

(ঝ) “পুনর্বাসন” অর্থ এই আইনের অধীন গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বা কর্মসূচীর মাধ্যমে কোন মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে স্বাভাবিক পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা;

(ঞ) “প্রবেশন অফিসার’’ অর্থ সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তরের প্রবেশন অফিসার, কিংবা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক ঘোষিত অন্য কোন কর্মকর্তা;

(ট) ‘‘প্রিকারসর কেমিক্যালস’’ অর্থ এই আইনের তফসিলের ক শ্রেণীর মাদকদ্রব্য অংশের ৮ নং ক্রমিকে উল্লিখিত প্রিকারসর কেমিক্যালস ;

(ঠ) ‘‘ বাহন’’ অর্থ বিমান, মোটরযান, জলযান এবং রেলগাড়িসহ যে কোন প্রকারের যানবাহন;

(ড) ‘‘বিধিমালা’’ অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত ও সরকারি গেজেটে প্রকাশিত যে কোন বিধিমালা, প্রজ্ঞাপন, এসআরও বা প্রবিধান;

(ঢ) ‘‘বিয়ার’’ অর্থ মল্ট ও হপস্ সহযোগে ব্রিউইং (Brewing) পদ্ধতিতে ব্রিউয়ারীতে প্রস্তুতকৃত শতকরা ০.৫% ভাগ বা এর উর্ধ্বে এ্যালকোহলযুক্ত যে কোন পানীয়;

(ণ) ‘‘ব্রিউয়ারী’’ (Brewery) অর্থ বিয়ার অথবা বিয়ারের গুণাগুণ সম্পন্ন যে কোন তরল পদার্থ প্রস্তুতের স্থাপনা, যন্ত্রপাতি, কারখানা বা কেন্দ্র ;

(ত) ‘‘ব্যক্তি’’ অর্থ যে কোন ব্যক্তি ছাড়াও কোন কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ বা অনুরুপ সংঘ, সমিতি, ইত্যাদি দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা পদাধিকারী;

(থ) ‘‘ব্যবস্থাপত্র’’ অর্থ রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে এই আইনের অধীন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন চিকিৎসকের নির্ধারিত পদ্ধতিতে দেওয়া লিখিত ঔষধের ফর্দ, কিংবা ব্যবহার বিধি, বা নির্দেশনাপত্র;

(দ) ‘‘মহাপরিচালক’’ অর্থ এই আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নার্থে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক।’’

(ধ) ‘‘ মাদকদ্রব্য’’ অর্থ এই আইনের তফসিলে উল্লিখিত কোন দ্রব্য, বা এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা মাদকদ্রব্য বলিয়া ঘোষিত অন্য কোন দ্রব্য, যাহা সংশ্লিষ্ট তফসিলের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। মাদকদ্রব্যের সঙ্গে অন্য যে কোন দ্রব্য একীভূত, মিশ্রিত, কিংবা দ্রবীভূত থাকিলে উহাদের সমূদয় পরিমাণই মাদকদ্রব্য বলিয়া গণ্য হইবে ;

(ন) ‘‘মাদকশুল্ক’’ অর্থ যে কোন ধরণের মাদকদ্রব্যের উপর, কিংবা মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত যে কোন ধরণের লাইসেন্স, পারমিট, পাস ইত্যাদির উপর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে আদায়যোগ্য শুল্ক ;

(প) ‘‘ক- শ্রেণীর মাদকদ্রব্য’’, ‘‘খ-শ্রেণীর মাদকদ্রব্য’’ ও ‘‘গ- শ্রেণীর মাদকদ্রব্য’’ অর্থ এই আইনের তফসিলে উল্লিখিত যথাক্রমে ক-শ্রেণীর মাদকদ্রব্য, খ-শ্রেণীর মাদকদ্রব্য ও গ- শ্রেণীর মাদকদ্রব্য;

(ফ) ‘‘মাদকাসক্ত’’ অর্থ শারীরিক বা মানসিকভাবে মাদকদ্রব্যের উপর নির্ভরশীল বা অভ্যাসবশে মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারী ও সেবনকারী ব্যক্তি;

(ব) ‘‘মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র’’ অর্থ এই আইনের অধীন সরকারি এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র ;

(ভ) ‘‘রাসায়নিক পরীক্ষক’’ অর্থ এই আইনের অধীন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত রাসায়নিক পরীক্ষাগারে নিয়োগকৃত বা স্বীকৃত যে কোন পদ মর্যাদার রাসায়নিক পরীক্ষক;

(ম) ‘‘লাইসেন্স’’ অর্থ এই আইনের অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স;

(য) "সম্পদ" অর্থ বিনিময় মূল্য আছে এমন যে কোন স্থাবর-অস্থাবর বস্তু, কপিরাইট, গুডউইল, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা, সত্ত্ব, অংশীদারিত্ব ইত্যাদি;

(র) ''সাইকোট্রোপিক সাবসটেনসেস'' অর্থ এই আইনের তফশীলের অন্তর্গত 'ক' শ্রেণীর মাদকদ্রব্যের ক্রমিক নং ৪, ৫ ও ৬; 'খ' শ্রেণীর মাদকদ্রব্যের ক্রমিক নং ৪ও ৫ এবং 'গ' শ্রেণীর মাদকদ্রব্যের ক্রমিক নং ৩ ও ৪ এ উল্লিখিত মাদকদ্রব্য বা বস্তু;

(ল) ''সল্ট (Salt)'' অর্থ এই আইনের তফসিলে উল্লিখিত কোন বস্তুকে যে কোন ধরণের এসিডের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট কোন আয়নিক (Ionic) বস্তু, যাহার রাসায়নিক গঠন মূল বস্তু হইতে কিঞ্চিত পৃথক হইলেও উহার আসক্তি সৃষ্টিকারী মনোদৈহিক প্রতিক্রিয়া একই রকম;

(শ) "শিশা (Shisha)" অর্থ বিভিন্ন ধরণের ভেষজের নির্জাস সহযোগে ০.২% এর উর্দ্ধে নিকটিন এবং এসেন্স ক্যারামেল মিশ্রিত ফ্রুট স্ল্যাইস দিয়ে তৈরি যেকোন পদার্থ;

(ষ) ''স্থান'' অর্থ জল, স্থল বা অন্তরীক্ষের যে কোন জায়গা জমি, বৃক্ষাদি, বাড়ি-ঘর, স্থাপনা, যানবাহন (স্থিতাবস্থায় বা চলমান যে ভাবেই থাকুক না কেন),বিমান বন্দর, সামুদ্রিক বন্দর, বৈদেশিক ডাকঘর, বহিরাগমন চেক পোস্ট ও শুল্ক ফাঁড়ি;

(স) "লজিষ্টিকস" অর্থ এই আইনের অধীন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্মকর্তার/কর্মচারিদের পোষাক, অস্ত্র, মোবাইল, মোবাইল ট্রাকার, যানবাহন, বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ও ডিজিটাইল ডিভাইসসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি;

(হ) "হাজতখানা" অর্থ বিভাগীয় হাজতখানা বা থানার হাজতখানা বা এই আইনের অধীন আটক বা গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী আদালতে সমর্পনের পূর্বে হেফাজতে (Custody) রাখিবার স্থান।

৩। আইনের প্রাধান্য:

আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধির বিধানাবলী বাংলাদেশের সর্বত্র কার্যকর থাকিবে এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাইবে।

৪। জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটি গঠনঃ

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে **"জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটি"** নামে একটি কমিটি থাকিবে।

(২) কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য নিয়ে গঠিত হইবে, যথা :-

(ক) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি উহার চেয়ারপারসনও হইবেন;

(খ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(গ) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ঘ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ঙ) তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(চ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ছ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(জ) স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ঝ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ঞ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ট) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ঠ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(ড) সচিব, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়;

(ঢ) সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;

(ণ) সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;

(ত) সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;

(থ) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ;

(দ) সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ;

(ধ) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন প্রখ্যাত সমাজ সেবক;

(ন) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন প্রখ্যাত লোক হিতৈষী ব্যক্তি;

(প) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক;

(ফ) পদাধিকার বলে এফবিসিসিআই-এর সভাপতি;

(ব) পদাধিকার বলে বিএমএ-এর সভাপতি;

(ভ) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন প্রখ্যাত চিকিৎসক বা মনোরোগ বিশেষজ্ঞ;

(ম) মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ;

(য) কারামহা পরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর;

(র) মহাপরিচালক,বাংলাদেশ কোস্টগার্ড;

(ল) মহাপরিচালক,বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা অধিদপ্তর;

(শ) মহাপরিচালক,র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন;

(ষ) মহাপরিচালক, বর্ডারগার্ড, বাংলাদেশ;

(স) মহাপরিচালক,শুল্ক ও গোয়েন্দা অধিদপ্তর;

(হ) মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, যিনি উপদেষ্টা কমিটির সচিবও হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) উল্লিখিত কোন মন্ত্রণালয়ে যদি কোন মন্ত্রী না থাকেন, তাহা হইলে ঐ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী কমিটির সদস্য হইবেন।

(৪) কমিটির কোন মনোনীত সদস্য তাঁহার মনোনয়নের তারিখ হইতে ৫ বৎসরের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকিবেন।

(৫) সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যেকোন মনোনীত সদস্য স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৬) সরকার যে কোন সময় যে কোন মনোনীত সদস্যের মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবে।

৫। জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটির কার্যপরিধি :

কমিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রণীত কর্মকৌশল, সুপারিশ ও নীতিমালা অনুমোদন দিতে পারিবেন,যথা:-

(ক) মাদকদ্রব্যের আমদানি, রপ্তানি, উৎপাদন, বিপণন, সরবরাহ, ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ;

(খ) মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন;

(গ) মাদকদ্রব্য সৃষ্ট সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হ্রাস;

(ঘ) মাদকদ্রব্যের চাহিদা হ্রাস তথা নিরোধ শিক্ষা, জনসচেতনতা, প্রচারণা এবং মাদকবিরোধী সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ;

(ঙ) অধিদপ্তর কর্তৃক মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার গৃহিত সকল কার্যক্রমের মূল্যায়ন এবং এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কাজের সমন্বয় সাধন ;

(চ) চিকিৎসা, শিল্প ও গবেষণার প্রয়োজনে মাদকদ্রব্যের ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) উপরিল্লিখিত কার্যপরিধির সফল বাস্তবায়নের জন্য যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬। জাতীয়, জেলা এবং উপজেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটি গঠন ও মাদকবিরোধী প্রচারণা , ইত্যাদি:

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটির পাশাপাশি জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) জেলা এবং উপজেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও চোরাচালান প্রতিরোধ এবং গণসচেতনতামূলক কর্মসূচির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা বা পক্ষের পারস্পরিক যোগাযোগ, যাবতীয় কার্যক্রমের পর্যালোচনা, মূল্যায়ন এবং সমন্বয় করিবে ।

(৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটি সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

৭। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর :

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে কার্যকর ও শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী জনবল নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, অর্থ বরাদ্দ, লজিষ্টিকস, ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা করিবে।

(২) যাবতীয় নীতিমালা, সুপারিশ এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে উপদেষ্টা কমিটিকে অধিদপ্তর সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

(৩) মাদক অপরাধ দমন সম্পর্কিত বিষয়ে এই অধিদপ্তর একটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা (এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি) হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র, পোষাক এবং র‍্যাংক, ব্যাজ, ইত্যাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৪) মহাপরিচালক অধিদপ্তরের সাচিবিক দায়িত্বের পাশাপাশি সকল প্রকার প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন ।

৮। এ্যালকোহল ব্যতীত অন্যান্য মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, ইত্যাদি নিষিদ্ধ :

(১) এ্যালকোহল ব্যতীত অন্যান্য মাদকদ্রব্যের-

(ক) চাষাবাদ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ করা যাইবে না;

(খ) বহন, পরিবহন, স্থানান্তর, আমদানি, রপ্তানি করা যাইবে না;

(গ) সরবরাহ, বিপণন, ক্রয়, বিক্রয়, হস্তান্তর, অর্পণ, গ্রহণ, প্রেরণ, বিতরণ, লেনদেন, ধার, প্রস্তাব করা, নিলাম করা যাইবে না;

(ঘ) ধারণ, অধিকার বা দখল, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, প্রদর্শন করা যাইবে না;

(ঙ) সেবন, প্রয়োগ বা ব্যবহার, ইত্যাদি করা যাইবে না ;

(চ) দফা (ক) হইতে (ঘ) পর্যন্ত উল্লিখিত কোন উদ্দেশ্যে কোন প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ গ্রহণ, অর্থ বিনিয়োগ, কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা পরিচালনা, উহার পৃষ্ঠপোষকতা,কিংবা মিথ্যা ঘোষণা(Missdiclaration), ইত্যাদি করা যাইবে না।

(২) কোন মাদকদ্রব্যের উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত হয় এই প্রকার কোন দ্রব্য বা উদ্ভিদের:

(ক) চাষাবাদ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ করা যাইবে না;

(খ) বহন, পরিবহন, স্থানান্তর, আমদানি, রপ্তানি করা যাইবে না;

(গ) সরবরাহ, বিপনণ, ক্রয়, বিক্রয়, হস্তান্তর, অর্পণ, গ্রহণ, প্রেরণ, বিতরণ, লেনদেন, ধার, প্রস্তাব করা, নিলাম করা যাইবে না;

(ঘ) ধারণ, অধিকার বা দখল, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, প্রদর্শন করা যাইবে না;

(ঙ) সেবন, প্রয়োগ বা ব্যবহার, ইত্যাদি করা যাইবে না;

(চ) দফা (ক) হইতে (ঘ) পর্যন্ত উল্লিখিত কোন উদ্দেশ্যে কোন প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ গ্রহণ, অর্থ বিনিয়োগ, কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা পরিচালনা উহার পৃষ্ঠপোষকতা,কিংবা মিথ্যা ঘোষণা(Missdiclaration), ইত্যাদি করা যাইবে না।

(৩) কোন মাদকদ্রব্যের উপাদান বা উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয় বা হইতে পারে এইরূপ কোন প্রিকারসর কেমিক্যালস এর-

(ক) উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ করা যাইবে না ;

(খ) বহন, পরিবহন, স্থানান্তর, আমদানি, রপ্তানি করা যাইবে না;

(গ) সরবরাহ, বিপনণ, ক্রয়, বিক্রয়, হস্তান্তর, অর্পণ, গ্রহণ, প্রেরণ, বিতরণ, লেনদেন, ধার, প্রস্তাব করা, নিলাম করা যাইবে না;

(ঘ) ধারণ, অধিকার বা দখল, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, প্রদর্শন করা যাইবে না;

(ঙ) সেবন, প্রয়োগ বা ব্যবহার, ইত্যাদি করা যাইবে না;

(চ) দফা (ক) হইতে (ঘ) পর্যন্ত উল্লিখিত কোন উদ্দেশ্যে কোন প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ গ্রহণ, অর্থ বিনিয়োগ, কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা পরিচালনা উহার পৃষ্ঠপোষকতা,কিংবা মিথ্যা ঘোষণা(Missdiclaration),ইত্যাদি করা যাইবে না।

(৪) উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন মাদকদ্রব্য, দ্রব্য বা উদ্ভিদ বা প্রিকারসর কেমিক্যালস কোন আইনের অধীন অনুমোদিত কোন ঔষধ প্রস্তুতে, শিল্পে ব্যবহারে, চিকিৎসায়, বৈজ্ঞানিক গবেষণায়, কিংবা মহাপরিচালক অনুমোদিত কোন বৈধ কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজন হইলে উহা এই আইনের অধীন প্রদত্ত -

(ক) লাইসেন্সবলে চাষাবাদ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বহন, পরিবহন, স্থানান্তর, আমদানি, রপ্তানি, সরবরাহ, বিপনণ, ক্রয়, বিক্রয়, ধারণ, অধিকার বা দখল, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, প্রদর্শন বা ব্যবহার করা যাইবে ;

(খ) পারমিটবলে সেবন, প্রয়োগ বা ব্যবহার করা যাইবে ;

(গ) পাসবলে বহন বা পরিবহন করা যাইবে ;

(৫) এই আইনের কোন বিধান প্রতিপালনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন আইন প্রায়োগকারী সংস্থার কোন সদস্য দায়িত্ব পালনকালে যুক্তিসঙ্গতভাবে যথাযথ এবং বৈধ কাগজপত্র বা দালিলিক প্রমাণের ভিত্তিতে এই আইনের তফসিলে উল্লিখিত কোন বস্তু প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বহন, পরিবহন, ধারণ, অধিকার বা দখল, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, প্রদর্শন, হস্তান্তর, অর্পণ, গ্রহণ, প্রেরণ, নিলামকরণ, নিয়ন্ত্রিত বিলিবন্দেজ, ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন করিবার ক্ষেত্রে উপ ধারা (১) (২) (৩) এবং ৪ এর কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(৬) উপ-ধারা (৪) এর অধীন উৎপাদিত, প্রক্রিয়াজতকৃত এবং আমদানিকৃত মাদকদ্রব্যের মোড়ক ও লেবেল এর ওপর উহার অপব্যবহারের বিপদ সম্পর্কে সর্তকবাণী স্পষ্ট অক্ষরে মুদ্রণ বা ছাপাঙ্কন করিতে হইবে।

(৭) যাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত কোন জলযান, আকাশযান বা স্থলযানে জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজনে চিকিৎসকের নিয়ন্ত্রণে রক্ষিত প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্সে (যদি থাকে) সরকার কর্তৃক গেজেট বা প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঔষধ হিসাবে ব্যবহার যোগ্য নির্ধারিত পরিমাণ মাদকদ্রব্য সংরক্ষণ, বহন, পরিবহন, প্রয়োগ ও ব্যবহার করার ক্ষেত্রে উপ ধারা (১) (২) (৩) এবং ৪ ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

৯। এ্যালকোহল উৎপাদন, ইত্যাদি সম্পর্কে বিধান :

(১) এই আইনের অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স,পারমিট বা পাস ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান-

(ক) কোন ডিষ্টিলারী বা ব্রিউয়ারী স্থাপন করিতে পারিবেন না;

(খ) কোন এ্যালকোহল উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাতকরণ করিতে পারিবেন না ;

(গ) কোন এ্যালকোহল বহন, পরিবহন, আমদানি বা রপ্তানি করিতে পারিবেন না ;

(ঘ) কোন এ্যালকোহল সরবরাহ, বিপনণ, ক্রয় বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না ;

(ঙ) কোন এ্যালকোহল ধারণ, অধিকার বা দখল, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ বা প্রদর্শন করিতে পারিবেন না;

(চ) কোন এ্যালকোহল সেবন, প্রায়োগ, ব্যবহার , ইত্যাদি করিতে পারিবেন না;

(ছ) কোন এ্যালকোহল ঔষধ তৈরীর উপাদান হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন না;

(জ) দফা (ক) হইতে (ছ) পর্যন্ত উল্লিখিত কোন উদ্দেশ্যে কোন প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ গ্রহণ, অর্থ বিনিয়োগ, কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পরিচালনা, উহার পৃষ্ঠপোষকতা,কিংবা মিথ্যা ঘোষণা(Missdiclaration),ইত্যাদি করা যাইবে না।

(২) এই আইনের কোন বিধান প্রতিপালনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন আইন প্রায়োগকারী সংস্থার কোন সদস্যের নিকট সরকারি দায়িত্ব পালনকালে যুক্তিসঙ্গতভাবে যথাযথ এবং বৈধ কাগজপত্র বা দালিলিক প্রমাণের ভিত্তিতে এ্যালকোহল বহন, পরিবহন, ধারণ, অধিকার বা দখল, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, প্রদর্শন, হস্তান্তর, অর্পণ, গ্রহণ, প্রেরণ, নিলামকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন করিবার ক্ষেত্রে উপ ধারা (১) এর কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

১০। এ্যালকোহল পান, ইত্যাদি সম্পর্কে বিধান :

(১) এই আইনের অধীন প্রদত্ত পারমিট ব্যতীত কোন ব্যক্তি এ্যালকোহল পান করিতে পারিবেন না ।

তবে শর্ত থাকে যে -

(ক) মুচি, মেথর, ডোম, চা বাগানের কুলি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কর্তৃক তাড়ী ও পচুঁই পান করার ক্ষেত্রে এবং

(খ) রাংগামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাসমূহে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কর্তৃক ঐতিহ্যগতভাবে প্রচলিত বা প্রস্তুতকৃত মদ পান করার ক্ষেত্রে, এই ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(২) এ্যালকোহলসংক্রান্ত সকল ডিউটি ফ্রি অপারেসন্স (Duty Free Operations) এই আইনের অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স বলে সম্পাদিত হইবে ।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন-

(ক) কোন বিদেশী নাগরিক লাইসেন্সপ্রাপ্ত বার-এ বসিয়া এ্যালকোহল পান করিতে পারিবেন;

(খ) কূটনৈতিক পাসপোর্টধারী বিদেশী নাগরিক বা প্রচলিত ব্যাগেজ রুলস-এর দ্বারা স্বীকৃত ব্যক্তি, ক্ষেত্র মত এ্যালকোহল আমদানি, রপ্তানি, ক্রয়, বহন, সংরক্ষণ বা পান করিতে পারিবেন ।

১১। লাইসেন্স, ইত্যাদি প্রদান :

(১) এই আইনের অধীন প্রদেয় লাইসেন্স, পারমিট ও পাস, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ফরমে, শর্তে এবং ফিস প্রদানে মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদান করা যাইবে;

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন লাইসেন্স, পারমিট বা পাস এর মেয়াদ উহাতে উল্লিখিত শর্তে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অথবা উহা প্রদানের তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট অর্থ বছর শেষ হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে ;

(৩) কোন লাইসেন্স বা পারমিট পর পর তিন বছর নবায়ন করা না হইলে উহা পুনরায় নবায়ন করা যাইবে না।

১২। লাইসেন্স, ইত্যাদি প্রদানের ব্যাপারে বিধি নিষেধ :

(১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন লাইসেন্স বা পারমিট পাইবার যোগ্য হইবেন না, যদি-

(ক) তিনি নৈতিক শৃঙ্খলাজনিত কোন ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন্য তিন মাসের কারাদণ্ডে অথবা পাঁচ শত টাকার অধিক অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাহার মুক্তিলাভ বা অর্থদণ্ড প্রদানের পর তিন বৎসর কাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে ;

(খ) তিনি এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হন;

(গ) তিনি এই আইনের অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স বা পারমিটের কোন শর্ত ভঙ্গ করেন এবং সেজন্য তাহার উক্ত লাইসেন্স বা পারমিট বাতিল হইয়া যায়।

১৩। মাদকদ্রব্যের ব্যবস্থাপত্র সম্পর্কে বিধি-নিষেধ :

(১) মহাপরিচালকের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে লিখিত অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন চিকিৎসক ‘ক’ শ্রেণীর বা ‘খ’ শ্রেণীর কোন মাদকদ্রব্য ঔষধ হিসাবে ব্যবস্থাপত্র দিতে পারিবেন না ।

(২) চিকিৎসক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি ‘গ’ শ্রেণীর কোন মাদকদ্রব্য ঔষধ হিসাবে ব্যবস্থাপত্র দিতে পারিবেন না।

(৩) উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীন প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্র ব্যবহার করে একবারের অধিক মাদকদ্রব্য ক্রয় করা যাইবে না।

১৪। মাদকদ্রব্যের দোকান সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করার ক্ষমতা :

(১) মহাপরিচালকের অনুমোদন ব্যতিত লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন মদের দোকান বন্ধ করা যাইবে না । তবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, তাঁহার এখতিয়ারাধীন কোন এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে কোন মাদকদ্রব্যের দোকান সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি লিখিত আদেশ দ্বারা অনধিক ৩০ দিনের জন্য উক্ত দোকান বন্ধ করিতে পারিবেন ।

(২) বিশেষ জরুরি অবস্থায় মহাপরিচালকের পূর্ব অনুমোদনক্রমে এই মেয়াদ আরো ৩০ দিন পর্যন্ত বর্ধিত করা যাইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন জারীকৃত কোন আদেশের অনুলিপি অবিলম্বে মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে ।

১৫। মাদকাসক্তি পরামর্শ ও নিরাময় কেন্দ্র এবং মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র, ইত্যাদি :

(১) এই আইনের প্রয়োজনে-

(ক) সরকার মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিতে পারিবে ;

(খ) লাইসেন্সবলে বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা যাইবে ।

(২) সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জেল হাসপাতালসহ কোন সরকারি হাসপাতাল বা চিকিৎসা কেন্দ্রকে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র হিসাবে ঘোষণা দিতে পারিবে ।

(৩) মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র ইত্যাদিতে কর্মরত চিকিৎসক এবং অন্যান্য পেশাজীবী ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক প্রদত্ত মাদকাসক্তির পরামর্শ, চিকিৎসা ও পুর্নবাসন সংক্রান্ত যাবতীয় সেবা ও অন্যান্য কার্যক্রমের পেশাগত মানের উৎকর্ষতার নিশ্চয়তা বিধানকল্পে এবং এই ক্ষেত্রে নিয়োজিত উল্লিখিত পেশাজীবীদের পেশাগত যোগ্যতা ও দক্ষতার সন্তোষজনক মান এর নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থাপূর্বক এই ক্ষেত্রে তাহাদের যথোপযুক্ত স্বীকৃতি ও সনদ প্রদানের জন্য ‘‘জাতীয় মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুর্নবাসন সনদ বোর্ড’’ গঠন করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর বিধান অনুসারে সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেহ মাদকাসক্তির পরামর্শ, চিকিৎসা ও পুর্নবাসন কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবেন না।

(৫) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি পরামর্শকেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র কিংবা মাদকাসক্ত পুর্নবাসন কেন্দ্র পরিচালনা করিলে কিংবা উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত সনদ ব্যতীত মাদকাসক্তির পরামর্শ, চিকিৎসা ও পুর্নবাসন সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম পরিচালনা করিলে তিনি অনুর্ধ্ব ৩ বৎসর কারাদণ্ড, কিংবা অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১৬। মাদকাসক্তের চিকিৎসা :

(১) যদি মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা জানিতে পারেন যে, কোন ব্যক্তি মাদকাসক্ত হওয়ার কারণে প্রায়শ: অপ্রকৃতিস্থ এবং তাহাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অনতিবিলম্বে তাহার চিকিৎসা করা প্রয়োজন, তাহা হইলে মহাপরিচালক বা উক্ত কর্মকর্তা লিখিত নোটিশ দ্বারা মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে নোটিশ প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে চিকিৎসার্থে কোন উপযুক্ত চিকিৎসকের নিকট বা মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে নিজকে সমর্পণ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন ।

(২) যদি উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশে উল্লিখিত ব্যক্তি উহার মর্মার্থ বুঝিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে নোটিশটি তাহার অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়কের উপর জারি করিতে হইবে এবং যাহার উপর নোটিশটি জারি করা হইবে তিনি মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসার্থে কোন চিকিৎসকের নিকট বা মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে হাজির করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে নোটিশের নির্দেশ মান্য করা না হইলে নোটিশ প্রদানকারী কর্মকর্তা, উক্ত সময় অতিক্রান্ত হইবার পর, সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা মুখ্য মহানগর হাকিমের নিকট মাদকাসক্ত ব্যক্তির বাধ্যতামূলক চিকিৎসার নির্দেশ দেওয়ার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন ।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা চীফ জুজিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট লিখিত নোটিশ দ্বারা কোন মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে কেন বাধ্যতামূলকভাবে চিকিৎসার জন্য কোন নিদিষ্ট চিকিৎসক বা মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে পাঠানো হইবে না, তজ্জন্য ব্যক্তিগতভাবে বা কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে হাজির হইয়া, নোটিশ প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে কারণ দর্শাইবার জন্য মাদকাসক্ত ব্যক্তি বা ক্ষেত্রমত তাহার তত্ত্বাবধায়ক বা অভিভাবককে নির্দেশ দিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন নির্দেশ পাওয়ার পর যথা সময়ে কারণ দর্শানো হইলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা চীফ জুজিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, অনধিক পনের দিনের মধ্যে, মাদকাসক্ত ব্যক্তি বা ক্ষেত্রমত, তাহার তত্ত্বাবধায়ক বা অভিভাবক বা তাহার প্রতিনিধি এবং উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত আবেদনকারীকে শুনানি দেওয়ার পর মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে, আদেশ দ্বারা, আদেশে উল্লিখিত চিকিৎসকের নিকট বা মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে বাধ্যতামূলক চিকিৎসার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন বা তাহার চিকিৎসার জন্য দাখিলকৃত আবেদনটি বাতিল করিতে পারিবেন।

(৬) উপ-ধারা (৪) এর অধীন নোটিশপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি যথাসময়ে কারণ দর্শাইতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন বিবেচনার পর মাদকাসক্ত ব্যক্তির বাধ্যতামূলক চিকিৎসার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন অথবা আবেদনটি বাতিল করিতে পারিবেন।

(৭) উপ-ধারা (৫) বা (৬) এর অধীন চিকিৎসার জন্য আদেশ জারির সাত দিনের মধ্যে যদি মাদকাসক্ত ব্যক্তি আদেশে উল্লিখিত চিকিৎসকের নিকট বা মাদকাসক্তি নিরামায় কেন্দ্রে চিকিৎসক উপস্থিত না হন বা তাহাকে উপস্থিত করানো না হয় তাহা হইলে উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত আবেদনকারী কর্মকর্তা মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসার্থ উক্ত চিকিৎসকের নিকট বা মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে প্রয়োজনবোধে বল প্রয়োগ করিয়া, হাজির করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

(৮) যদি মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অধিদপ্তরের উপ-পরিদর্শক বা তদুর্ধ কোন কর্মকর্তা বা ধারা ৩৭ এ বর্ণিত অন্য কোন কর্মকর্তা যদি কোথাও কোন ভবঘুরে বা ছিন্নমূল ব্যক্তিকে মাদকাসক্ত অবস্থায় পান এবং উক্ত কর্মকর্তার যদি মনে করিবার যথেষ্ট কারণ থাকে যে কোন মাদকাসক্ত বা মাদক সেবনকারী ব্যক্তিকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরাইয়া আনার জন্য অনতিবিলম্বে তাহার চিকিৎসা করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি তাহার অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিকটস্থ কোন সরকারি বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত বেসরকারি বা সরকার কর্তৃক ঘোষিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য সমর্পন করিতে পারিবেন।

(৯) উপ-ধারা (৮) এর অধীন কোন মাদকাসক্ত বা মাদক সেবনকারীকে চিকিৎসার জন্য সমর্পন করা হইলে, উক্ত সমর্পিত ব্যক্তির পিতামাতা বা অভিভাবক বা আত্মীয়-স্বজনকে খুঁজে সমর্পনকারী কর্মকর্তা তাঁহাদেরকে উক্তরূপ সমর্পন করিবার বিষয়ে সংবাদ প্রদান করিবেন ।

(১০) সমর্পিত মাদকাসক্ত বা মাদক সেবনকারীর পিতামাতা বা অভিভাবক বা আত্নীয়-স্বজনকে খুঁজিয়া পাওয়া যাক বা না যাক, উক্ত সমর্পনকারী কর্মকর্তা উক্তরূপ সমর্পন করিবার ২৪ ঘন্টার মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিকটবর্তী থানায় সমর্পনের বিষয়ে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট আদালত, প্রবেশন অফিসার ও মহাপরিচালককে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(১১) চিকিৎসার জন্য সমর্পিত মাদকাসক্ত বা মাদক সেবনকারী ব্যক্তি নির্ধারিত পদ্ধতিতে এই আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ), ধারা এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ঙ) বা ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (চ) এর অধীন মাদকদ্রব্য সেবন বা ব্যবহারের অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইবেন এবং তাহার বিরূদ্ধে উল্লিখিত ধারার অধীনে আদালতে কোন প্রকার মামলা দায়ের করা যাইবে না।

(১২) এই ধারার অধীন বাধ্যতামূলক চিকিৎসার যাবতীয় খরচ মাদকসেবনকারীর পরিবার/অভিভাবক বহন করিবেন। তবে এরূপ পরিবার/অভিভাবক পাওয়া না গেলে বা আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল হইলে বিধি অনুযায়ী এই খরচ বহন করা যাইবে।

১৭। মাদকাসক্তি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ :

(১) যদি কোন পরিবারের কোন সদস্য মাদকাসক্ত হন, তাহা হইলে তৎসম্পর্কে উক্ত পরিবারের কর্তা বা অন্য কোন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি মহাপরিচালক বা তদধীন কোন কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন ।

(২) কোন চিকিৎসক যদি এইরূপ মনে করেন যে, তাহার চিকিৎসাধীন কোন ব্যক্তি মাদকাসক্ত এবং তজ্জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পরামর্শ দিবেন এবং এই চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তার কথা লিখিতভাবে মহাপরিচালক বা তদধীন কোন কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন ।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) অনুসারে অবহিত হইবার পর মহাপরিচালক বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/কর্মকর্তা উক্ত মাদকাসক্ত ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য ধারা ১৬ এর প্রযোজ্য বিধান মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৮। মাদক শুল্ক :

(১) এই আইনের অধীন প্রদত্ত সকল প্রকার লাইসেন্স, পারমিট ও পাস এর উপর সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত নির্ধারিত পদ্ধতি ও হারে ফিস বাবদ এবং দেশে উৎপাদিত কিংবা আমদানিকৃত সকল প্রকার এ্যালকোহল বা এ্যালকোহল জাতীয় পানীয় এবং দেশে উৎপাদিত এই আইনের তফসিলে উল্লিখিত মাদকদ্রব্যের উপর মাদকশুল্ক নামে এক প্রকার শুল্ক আরোপ করা হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আরোপিত শুল্ক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মহাপরিচালক বা তদধীন কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক আদায় করা হইবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত খাতে উহা জমা করা হইবে। সরকার সময়ে সময়ে প্রয়োজন মাফিক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রয়োজনে মাদকশুল্কের হার পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) এই আইনের তফসিলে উল্লিখিত দেশে উৎপাদিত প্রিকারসর কেমিক্যালস রপ্তানি করা হইলে উহার ওপর উক্ত মাদকশুল্ক আরোপ করা হইবে না। তবে দেশে উৎপাদিত প্রিকারসর কেমিক্যালস বিক্রয়ের উপর মাদক শুল্ক আরোপ করা যাইবে।

(৪) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত ব্লক লিষ্টে অন্তর্ভূক্ত ঔষধ প্রস্তুতিতে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত মাদকদ্রব্যের উপর কোন মাদক শুল্ক আরোপ করা হইবে না ।

(৫) উপ ধারা ৪ এর অধীন এইরুপ শুল্কহার নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর অধীন বিলুপ্ত বলিয়া কথিত দ্বিতীয় তফসিলের উল্লিখিত মাদকশুল্কের হার এবং লাইসেন্স ফিস সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধিমালা বহাল থাকিবে। নতুনভাবে শুল্কহার নির্ধারিত হওয়ার পর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর দ্বিতীয় তফসিল এবং তদধীন জারীকৃত লাইসেন্স ফিস সংক্রান্ত বিধিমালার কার্যকারিতা বিলুপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) মহাপরিচালকের অনুমোদন ব্যতীত এ্যালকোহল বা এ্যালকোহল সামগ্রীর মূল্য নির্ধারণ বা পরিবর্তন করা যাইবে না ।

১৯। ধারা ৮ এবং ৯ এর বিধান লংঘনের দন্ড :

(১) কোন ব্যক্তি এই আইনের সারণির ২য় কলামে উল্লিখিত কোন মাদকদ্রব্য সম্পর্কে ধারা ৮ এবং ৯ এর কোন বিধান লঙ্ঘন করেন তবে তিনি ঐ সারণির কলাম ৩-এ উল্লিখিত দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন;

"সারণি"

ক্রমিক নং	মাদকদ্রব্যের নাম এবং অপরাধের বিবরণ	দন্ডের প্রকার
১	তফসিলের ক শ্রেণীর ১ নং ক্রমিকভূক্ত অপিয়াম পপি গাছ সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) কিংবা উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) লঙ্ঘন ।	ক) গাছের সংখ্যা অনুর্ধ্ব ১০টি হইলে অন্যূন ১ বৎসর এবং অনুর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন দশ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। খ) গাছের সংখ্যা ১০টির উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ১০০টি হইলে অন্যূন ৫ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব

ক্রমিক নং	মাদকদ্রব্যের নাম এবং অপরাধের বিবরণ	দন্ডের প্রকার
		এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। গ) গাছের সংখ্যা ১০০টির উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ১০ বৎসর এবং অনূর্ধব ১৫ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন এক লক্ষ টাকা ও অনুর্ধ্ব পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ১ বছর কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
২	তফসিলের ক শ্রেণীর ১ নং ক্রমিকভূক্ত অপিয়ম পপি ফল সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) (গ) বা (ঘ), কিংবা উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) (গ) বা (ঘ) লঙ্ঘন।	ক) ফলের সংখ্যা অনূর্ধব ১০০টি হইলে অন্যূন ১ বৎসর এবং অনূর্ধব ৫ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন দশ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। খ) ফলের সংখ্যা ১০০টির উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৫০০টি হইলে অন্যূন ৫ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। গ) ফলের সংখ্যা ৫০০টির উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ১০ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১৫ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন এক লক্ষ টাকা ও অনুর্ধ্ব পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ১ বছর কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
৩	তফসিলের ক শ্রেণীর ১ নং ক্রমিকভূক্ত অপিয়ম পপি বীজ সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) (গ) বা (ঘ) কিংবা উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) (গ) বা (ঘ) লঙ্ঘন।	ক) অংকুরউদগোম উপযোগী বীজের পরিমাণ অনুর্ধ্ব ১০ গ্রাম হইলে অন্যূন ১ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন দশ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। খ) অংকুরউদগোম উপযোগী বীজের পরিমাণ ১০ গ্রামের উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৫০ গ্রাম হইলে অন্যূন ৫ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। গ) অংকুরউদগোম উপযোগী বীজের পরিমাণ ৫০ গ্রামের উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ১০ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১৫ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন এক লক্ষ টাকা ও অনুর্ধ্ব পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ১ বছর কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
৪	তফসিলের ক শ্রেণীর ২ নং ক্রমিকভূক্ত কোকা গাছ বা কোকা গুল্ম সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) কিংবা উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) লঙ্ঘন।	ক) গাছের সংখ্যা অনুর্ধ্ব ১০টি হইলে অন্যূন ১ বৎসর এবং অনুর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন দশ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। খ) গাছের সংখ্যা ১০টির উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ১০০টি হইলে অন্যূন ৫ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। গ) গাছের সংখ্যা ১০০টির উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ১০ বৎসর এবং অনূর্ধব ১৫ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন এক লক্ষ টাকা ও অনুর্ধ্ব পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ১ বছর কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
৫	তফসিলের ক শ্রেণীর ২ নং ক্রমিকভূক্ত কোকা পাতা সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) (গ) বা (ঘ), কিংবা উপ-	ক) পাতার পরিমাণ অনুর্ধ্ব ১০০ গ্রাম হইলে অন্যূন ১ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। খ) পাতার পরিমাণ ১০০ গ্রামের উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ১০০০ গ্রাম হইলে অন্যূন ৫

ক্রমিক নং	মাদকদ্রব্যের নাম এবং অপরাধের বিবরণ	দন্ডের প্রকার
	ধারা (২) এর দফা (খ) (গ) বা (ঘ) লঙ্ঘন।	বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন এক লক্ষ টাকা ও অনুর্ধ্ব পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। গ) পাতার পরিমাণ ১০০০ গ্রামের উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ১০ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১৫ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন পাঁচ লক্ষ টাকা ও অনুর্ধ্ব দশ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ১ বছর কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
৬	তফসিলের ক শ্রেণীর ৩ নং ক্রমিকভূক্ত অপিয়াম ফল নিঃসৃত আঠাল পদার্থ কিংবা পরিশোধিত, অপরিশোধিত কিংবা তৈরীকৃত যে কোন ধরণের আফিম কিংবা আসক্তি সৃষ্টিতে সক্ষম আফিম সহযোগে তৈরী যে কোন পদার্থ সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) (গ) বা (ঘ), কিংবা উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) (গ) বা (ঘ) লঙ্ঘন।	ক) আফিম বা পদার্থের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১০০ গ্রাম বা মিলি লিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন বিশ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। খ) আফিম বা পদার্থের পরিমাণ ১০০ গ্রাম বা মিলি লিটার এর উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ১০০০ গ্রাম বা মিলি লিটার হইলে অন্যূন ৫ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন এক লক্ষ টাকা ও অনুর্ধ্ব দশ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। গ) আফিম বা পদার্থের পরিমাণ ১০০০ গ্রাম বা মিলি লিটার এর উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ১০ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১৫ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন দশ লক্ষ টাকা ও অনুর্ধ্ব এক কোটি টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ১ বছর কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
৭	তফসিলের ক শ্রেণীর ৪ নং ক্রমিকভূক্ত যে কোন মাদকদ্রব্য সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) কিংবা উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) লঙ্ঘন।	ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ৫ গ্রাম বা মিলি লিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন এক লক্ষ টাকা ও অনুর্ধ্ব পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ গ্রাম বা মিলি লিটার এর উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ২৫ গ্রাম বা মিলি লিটার হইলে অন্যূন ৫ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন পাঁচ লক্ষ টাকা ও অনুর্ধ্ব দশ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ২৫ গ্রাম বা মিলি লিটার এর উর্ধ্বে হইলে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও অন্যূন দশ লক্ষ অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ১ বছর কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন অথবা মৃতুদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
৮	তফসিলের ক শ্রেণীর ৪ নং ক্রমিকভূক্ত যে কোন মাদকদ্রব্য সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) (গ) বা (ঘ), কিংবা উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) (গ) বা (ঘ) লঙ্ঘন।	ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ৫ গ্রাম বা মিলি লিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন এক লক্ষ টাকা ও অনুর্ধ্ব পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ গ্রাম বা মিলি লিটার এর উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ২৫ গ্রাম বা মিলি লিটার হইলে অন্যূন ৫ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন পাঁচ লক্ষ টাকা ও অনুর্ধ্ব দশ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ২৫ গ্রাম বা মিলি লিটার এর উর্ধ্বে হইলে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও অন্যূন দশ লক্ষ অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ১ বছর

ক্রমিক নং	মাদকদ্রব্যের নাম এবং অপরাধের বিবরণ	দন্ডের প্রকার
		কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন অথবা মৃতুদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
৯	তফসিলের ক শ্রেণীর ৫ নং ক্রমিকভূক্ত যে কোন মাদকদ্রব্য সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) কিংবা উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) লঙ্ঘন।	ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১০০ গ্রাম বা মিলি লিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন এক লক্ষ টাকা ও অনুর্ধ্ব পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১০০ গ্রাম বা মিলি লিটার এর উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ২০০ গ্রাম বা মিলি লিটার হইলে অন্যূন ৫ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন পাঁচ লক্ষ টাকা ও অনুর্ধ্ব দশ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ২০০ গ্রাম বা মিলি লিটার এর উর্ধ্বে হইলে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও অন্যূন দশ লক্ষ অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ১ বছর কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন অথবা মৃতুদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
১০	তফসিলের ক শ্রেণীর ৫ নং ক্রমিকভূক্ত যে কোন মাদকদ্রব্য সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) (গ) বা (ঘ), কিংবা উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) (গ) বা (ঘ) লঙ্ঘন।	ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১০০ গ্রাম বা মিলি লিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন এক লক্ষ টাকা ও অনুর্ধ্ব পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১০০ গ্রাম বা মিলি লিটার এর উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ২০০ গ্রাম বা মিলি লিটার হইলে অন্যূন ৫ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন পাঁচ লক্ষ টাকা ও অনুর্ধ্ব দশ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ২০০ গ্রাম বা মিলি লিটার এর উর্ধ্বে হইলে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও অন্যূন দশ লক্ষ অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ১ বছর কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন অথবা মৃতুদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
১১	তফসিলের ক শ্রেণীর ৬ নং ক্রমিকভূক্ত যে কোন মাদকদ্রব্য সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) কিংবা উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) লঙ্ঘন।	ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ৫ গ্রাম বা মিলি লিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন এক লক্ষ টাকা ও অনুর্ধ্ব পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ গ্রাম বা মিলি লিটার এর উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ২৫ গ্রাম বা মিলি লিটার হইলে অন্যূন ৫ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন পাঁচ লক্ষ টাকা ও অনুর্ধ্ব দশ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ২৫ গ্রাম বা মিলি লিটার এর উর্ধ্বে হইলে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও অন্যূন দশ লক্ষ অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ১ বছর কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন অথবা মৃতুদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
১২	তফসিলের ক শ্রেণীর ৬ নং ক্রমিকভূক্ত যে কোন মাদকদ্রব্য সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) (গ) বা (ঘ), কিংবা উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) (গ) বা (ঘ) লঙ্ঘন।	ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১০ গ্রাম বা মিলি লিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন দশ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১০ গ্রাম বা মিলি লিটার এর উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৫০ গ্রাম গ্রাম বা মিলি লিটার হইলে অন্যূন ৫ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর

ক্রমিক নং	মাদকদ্রব্যের নাম এবং অপরাধের বিবরণ	দন্ডের প্রকার
		কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন । গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫০ গ্রাম বা মিলি লিটার এর উর্ধ্বে হইলে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও অন্যূন পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ১ বছর কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন অথবা মৃতুদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
১৩	তফসিলের ক শ্রেণীর ৭ নং ক্রমিকভূক্ত যে কোন মাদকদ্রব্য সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) কিংবা উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) লঙ্ঘন ।	ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ৫০০ গ্রাম বা মিলি লিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন দশ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন । খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫০০ গ্রামের উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৫ কেজি বা লিটার হইলে অন্যূন ৫ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন । গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ কেজি বা লিটার এর উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ১০ বৎসর অনূর্ধ্ব যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন এক লক্ষ টাকা ও অনুর্ধ্ব দশ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ১ বছর কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
১৪	তফসিলের ক শ্রেণীর ৭ নং ক্রমিকভূক্ত যে কোন মাদকদ্রব্য সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) (গ) বা (ঘ), কিংবা উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) (গ) বা (ঘ) লঙ্ঘন ।	ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ৫০০ গ্রাম বা মিলি লিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন দশ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন । খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫০০ গ্রামের উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৫ কেজি বা লিটার হইলে অন্যূন ৫ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন । গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ কেজি বা লিটার এর উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ১০ বৎসর অনূর্ধ্ব যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন এক লক্ষ টাকা ও অনুর্ধ্ব দশ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ১ বছর কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
১৫	তফসিলের ক শ্রেণীর ৮ নং ক্রমিকভূক্ত যে কোন মাদকদ্রব্য সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) লঙ্ঘন ।	ক) প্রিকারসর কেমিক্যালস এর পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১০ কেজি বা লিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন এক লক্ষ টাকা ও অনুর্ধ্ব পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। খ) প্রিকারসর কেমিক্যালস এর পরিমাণ ১০ কেজি বা লিটার এর উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৫০ কেজি বা লিটার হইলে অন্যূন ৫ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন পাঁচ লক্ষ টাকা ও অনুর্ধ্ব দশ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন । গ) প্রিকারসর কেমিক্যালস এর পরিমাণ ৫০ কেজি বা লিটার এর উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ১০ বৎসর অনূর্ধ্ব যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন দশ লক্ষ টাকা ও অনুর্ধ্ব পঞ্চাশ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ১ বছর কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

ক্রমিক নং	মাদকদ্রব্যের নাম এবং অপরাধের বিবরণ	দন্ডের প্রকার
১৬	তফসিলের ক শ্রেণীর ৮ নং ক্রমিকভূক্ত প্রিকারসর কেমিক্যালস এর এই আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) (গ) বা (ঘ) লঙ্ঘন।	ক) প্রিকারসর কেমিক্যালস এর পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১০ কেজি বা লিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন এক লক্ষ টাকা ও অনুর্ধ্ব পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। খ) প্রিকারসর কেমিক্যালস এর পরিমাণ ১০ কেজি বা লিটার এর উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৫০ কেজি বা লিটার হইলে অন্যূন ৫ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন পাঁচ লক্ষ টাকা ও অনুর্ধ্ব দশ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। গ) প্রিকারসর কেমিক্যালস এর পরিমাণ ৫০ কেজি বা লিটার এর উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ১০ বৎসর অনূর্ধ্ব যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন দশ লক্ষ টাকা ও অনুর্ধ্ব পঞ্চাশ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ১ বছর কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
১৭	তফসিলের ক শ্রেণীর কোন মাদকদ্রব্যের সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ), উপ-ধারা (২) এর দফা (ঙ) কিংবা উপধারা (৩) এর দফা (ঙ) লঙ্ঘন।	অন্যূন ৩ মাস এবং অনূর্ধ্ব ২ বৎসর কারদন্ড এবং ইহার অতিরিক্ত যথাক্রমে অন্যূন পাঁচ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
১৮	তফসিলের ক শ্রেণীর কোন মাদকদ্রব্যের সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (চ), উপ-ধারা (২) এর দফা (চ) কিংবা উপধারা (৩) এর দফা (চ) লঙ্ঘন।	অন্যূন ৩ মাস এবং অনূর্ধ্ব ২ বৎসর কারদন্ড এবং ইহার অতিরিক্ত যথাক্রমে অন্যূন পাঁচ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
১৯	তফসিলের খ শ্রেণীর ১ নং ক্রমিকভূক্ত গাঁজা বা ভাং গাছ সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) কিংবা উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) লঙ্ঘন।	ক) গাছের সংখ্যা অনূর্ধ্ব ৫০টি হইলে অন্যূন ১ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন দশ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। খ) গাছের সংখ্যা ৫০টি উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৫০০টি হইলে অন্যূন ৫ বৎসর এবং অনুর্ধ্ব ৭ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। গ) গাছের সংখ্যা ৫০০টির উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ৭ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন এক লক্ষ টাকা ও অনুর্ধ্ব পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ১ বছর কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
২০	তফসিলের খ শ্রেণীর ১ নং ক্রমিকভূক্ত গাঁজা বা ভাং গাছের শাখা-প্রশাখা, ফুল, ইত্যাদি সহযোগে প্রস্তুত যে কোন বস্তু সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) (গ) বা (ঘ), কিংবা উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) (গ) বা (ঘ) লঙ্ঘন।	ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ৫ কেজি বা লিটার হইলে অন্যূন ৬ মাস এবং অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন দশ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ কেজি বা লিটার এর উর্ধ্ব হইতে ১৫ কেজি পর্যন্ত হইলে অন্যূন ৫ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৭ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন ন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে

ক্রমিক নং	মাদকদ্রব্যের নাম এবং অপরাধের বিবরণ	দন্ডের প্রকার
		অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১৫ কেজি বা লিটার এর উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ৭ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন পাঁচ লক্ষ টাকা ও অনুর্ধ্ব দশ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
২১	তফসিলের খ শ্রেণীর ২ নং ক্রমিকভুক্ত যে কোন মাদকদ্রব্য সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) কিংবা উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) লঙ্ঘন।	ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১ কেজি বা লিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৩ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন পাঁচ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব দশ হাজার টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১ কেজি বা লিটার এর উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৫ কেজি হইলে অন্যূন ৩ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৭ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন দশ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ কেজি বা লিটার এর উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ৭ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
২২	তফসিলের খ শ্রেণীর ২ নং ক্রমিকভুক্ত যে কোন মাদকদ্রব্য সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) (গ) বা (ঘ), কিংবা উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) (গ) বা (ঘ) লঙ্ঘন।	ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১ কেজি বা লিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৩ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন পাঁচ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব দশ হাজার টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১ কেজি বা লিটার এর উর্ধ্বে এবং অনূর্ধ্ব ৫ কেজি হইলে অন্যূন ৩ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৭ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন দশ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ কেজি বা লিটার এর উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ৭ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
২৩	তফসিলের খ শ্রেণীর (৩ নং ক্রমিকে উল্লিখিত মাদকদ্রব্য ব্যতিত) কোন মাদকদ্রব্যের সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ), উপ-ধারা (২) এর দফা (ঙ) কিংবা উপধারা (৩) এর দফা (ঙ) লঙ্ঘন।	অন্যূন ৩ মাস এবং অনূর্ধ্ব ২ বৎসর কারদন্ড এবং ইহার অতিরিক্ত যথাক্রমে অন্যূন পাঁচ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
২৪	তফসিলের খ শ্রেণীর (৩ নং ক্রমিকে উল্লিখিত মাদকদ্রব্য ব্যতিত) কোন মাদকদ্রব্যের সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (চ), উপ-ধারা (২) এর দফা (চ)	অন্যূন ১ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৭ বৎসর কারদন্ড এবং ইহার অতিরিক্ত যথাক্রমে অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

ক্রমিক নং	মাদকদ্রব্যের নাম এবং অপরাধের বিবরণ	দন্ডের প্রকার
	কিংবা উপধারা (৩) এর দফা (চ) লঙ্ঘন।	
২৫	তফসিলের খ শ্রেণীর ৩ নং ক্রমিকভূক্ত যে কোন মাদকদ্রব্য সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৯ এর উপধারা (১) এর দফা (ক) বা (খ) এর লঙ্ঘন।	অন্যূন ১ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারদণ্ড এবং ইহার অতিরিক্ত যথাক্রমে অন্যূন পাঁচ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
২৬	তফসিলের খ শ্রেণীর ৩ নং ক্রমিকভুক্ত যে কোন মাদকদ্রব্য সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ), (ঘ) বা (ঙ) লঙ্ঘন।	ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১০ কেজি বা লিটার হইলে অন্যূন ৬ মাস এবং অনূর্ধ্ব ৩ বৎসর কারাদণ্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন পাঁচ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১০ কেজি বা লিটার এর উর্ধ্বে এবং অনুর্ধ্ব ১০০ লিটার হইলে অন্যূন ৩ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদণ্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন দশ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১০০ কেজি বা লিটার এর উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ৫ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদণ্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
২৭	তফসিলের খ শ্রেণীর ৩ নং ক্রমিকভূক্ত যে কোন মাদকদ্রব্য সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৯ এর উপধারা (১) এর দফা (চ) এর লঙ্ঘন।	অন্যূন ৬ মাস এবং অনূর্ধ্ব ২ বৎসর কারদণ্ড এবং ইহার অতিরিক্ত যথাক্রমে অন্যূন পাঁচ শত টাকা ও অনুর্ধ্ব দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
২৮	তফসিলের খ শ্রেণীর ৩ নং ক্রমিকভূক্ত যে কোন মাদকদ্রব্য সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৯ এর উপধারা (১) এর দফা (ছ) এর লঙ্ঘন।	অন্যূন ১ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারদণ্ড এবং ইহার অতিরিক্ত যথাক্রমে অন্যূন পাঁচ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
২৯	তফসিলের খ শ্রেণীর ৩ নং ক্রমিকভূক্ত যে কোন মাদকদ্রব্য সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৯ এর উপধারা (১) এর দফা (জ) এর লঙ্ঘন।	অন্যূন ১ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারদণ্ড এবং ইহার অতিরিক্ত যথাক্রমে অন্যূন পাঁচ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
৩০	তফসিলের খ শ্রেণীর ৪ নং ক্রমিকভুক্ত যে কোন মাদকদ্রব্য সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) কিংবা উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) লঙ্ঘন।	অন্যূন ১ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৭ বৎসর কারদণ্ড এবং ইহার অতিরিক্ত যথাক্রমে অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
৩১	তফসিলের খ শ্রেণীর ৪ নং ক্রমিকভুক্ত যে কোন মাদকদ্রব্য সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) (গ) বা (ঘ), কিংবা উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) (গ) বা (ঘ)	ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১ কেজি বা লিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদণ্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন দশ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১ কেজি বা লিটার এর উর্ধ্ব হইতে ৫ কেজি বা

ক্রমিক নং	মাদকদ্রব্যের নাম এবং অপরাধের বিবরণ	দন্ডের প্রকার
	লঙ্ঘন।	লিটার পর্যন্ত হইলে অন্যূন ৫ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৭ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন । গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ কেজি বা লিটার এর উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ৭ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন এক লক্ষ টাকা ও অনুর্ধ্ব পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন ।
৩২	তফসিলের খ শ্রেণীর ৫ নং ক্রমিকভুক্ত যে কোন মাদকদ্রব্য সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) কিংবা উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) লঙ্ঘন।	অন্যূন ১ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৭ বৎসর কারদন্ড এবং ইহার অতিরিক্ত যথাক্রমে অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
৩৩	তফসিলের খ শ্রেণীর ৫ নং ক্রমিকভুক্ত যে কোন মাদকদ্রব্য সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) (গ) বা (ঘ), কিংবা উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) (গ) বা (ঘ) লঙ্ঘন।	ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনুর্ধ্ব ৩ কেজি বা লিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৩ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন পাঁচ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব দশ হাজার টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৩ কেজি বা লিটার এর উর্ধ্ব হইতে ১০ কেজি বা লিটার পর্যন্ত হইলে অন্যূন ৩ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৭ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন দশ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন । গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১০ কেজি বা লিটার এর উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ৭ বৎসর এবং অনুর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদন্ড এবং যথাক্রমে অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা ও অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন ।
৩৪	তফসিলের গ শ্রেণীর ১ নং ক্রমিকভুক্ত যে কোন মাদকদ্রব্য সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ), (ঘ) বা (ঙ) লঙ্ঘন ।	ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ৫০ কেজি বা লিটার হইলে অনূর্ধ্ব ৬ মাস কারদন্ড অথবা অনুর্ধ্ব দশ হাজার/- টাকা অর্থ দন্ড অথবা উভয় দন্ড এবং অর্থদন্ড অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ১ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন । খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫০ কেজি বা লিটার এর উর্ধ্ব হইতে ৫০০লিটার পর্যন্ত হইলে অন্যূন ৬ মাস এবং অনূর্ধ্ব ২ বৎসর কারাদন্ড কিংবা দশ হাজার/- টাকার অধিক যে কোন পরিমাণ অর্থ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং অর্থদন্ড অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন । গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫০০ কেজি বা লিটার এর উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ২ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড কিংবা পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক যে কোন পরিমান অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
৩৫	তফসিলের গ শ্রেণীর ২ নং ক্রমিকভুক্ত যে কোন মাদকদ্রব্য সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ), (ঘ) বা (ঙ) লঙ্ঘন ।	ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ৫০ কেজি বা লিটার হইলে অনূর্ধ্ব ৬ মাস কারদন্ড অথবা অনূর্ধ্ব দশ হাজার/- টাকার অর্থদন্ড এবং অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ১ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫০ কেজি বা লিটার এর উর্ধ্ব হইতে ৫০০লিটার পর্যন্ত হইলে অন্যূন ৬ মাস এবং অনূর্ধ্ব ২ বৎসর কারাদন্ড কিংবা দশ হাজার টাকার অধিক যে কোন পরিমাণ অর্থ দন্ড এবং অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩

ক্রমিক নং	মাদকদ্রব্যের নাম এবং অপরাধের বিবরণ	দন্ডের প্রকার
		মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫০০ কেজি বা লিটার এর উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ২ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড কিংবা পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক যে কোন পরিমান অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
৩৬	তফসিলের গ শ্রেণীর ৩ নং ক্রমিকভুক্ত যে কোন মাদকদ্রব্য সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) , কিংবা উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) লঙ্ঘন	ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনুর্ধ্ব ১ কেজি বা লিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৩ বৎসর কারাদন্ড কিংবা দশ হাজার টাকার অধিক যে কোন পরিমাণ অর্থদন্ড এবং অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১ কেজি বা লিটার এর উর্ধ্ব হইতে ৫ কেজি বা লিটার পর্যন্ত হইলে অন্যূন ৩ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড কিংবা দশ হাজার টাকার অধিক যে কোন পরিমাণ অর্থদন্ড এবং অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ কেজি বা লিটার এর উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ৫ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৭ বৎসর কারাদন্ড কিংবা এক লক্ষ টাকার অধিক যে কোন পরিমাণ অর্থদন্ড এবং অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
৩৭	তফসিলের গ শ্রেণীর ৩ নং ক্রমিকভুক্ত যে কোন মাদকদ্রব্য সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) (গ) বা (ঘ), কিংবা উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) (গ) বা (ঘ) লঙ্ঘন	ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনুর্ধ্ব ১ কেজি বা লিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৩ বৎসর কারাদন্ড কিংবা দশ হাজার টাকার অধিক যে কোন পরিমাণ অর্থদন্ড এবং অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১ কেজি বা লিটার এর উর্ধ্ব হইতে ৫ কেজি বা লিটার পর্যন্ত হইলে অন্যূন ৩ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড কিংবা দশ হাজার টাকার অধিক যে কোন পরিমাণ অর্থদন্ড এবং অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ কেজি বা লিটার এর উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ৫ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৭ বৎসর কারাদন্ড কিংবা এক লক্ষ টাকার অধিক যে কোন পরিমাণ অর্থদন্ড এবং অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
৩৮	তফসিলের গ শ্রেণীর ৪ নং ক্রমিকভুক্ত যে কোন মাদকদ্রব্য সম্পর্কে এই আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) (গ) বা (ঘ), কিংবা উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) (গ) বা (ঘ) লঙ্ঘন।	ক) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ১ কেজি বা লিটার হইলে অন্যূন ১ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৩ বৎসর কারাদন্ড কিংবা পাঁচ হাজার টাকার অধিক যে কোন পরিমাণ অর্থদন্ড এবং অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৩ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। খ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১ কেজি বা লিটার এর উর্ধ্ব হইতে ৫ কেজি বা লিটার পর্যন্ত হইলে অন্যূন ৩ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ড কিংবা দশ হাজার টাকার অধিক যে কোন পরিমাণ অর্থদন্ড এবং অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। গ) মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ কেজি বা লিটার এর উর্ধ্বে হইলে অন্যূন ৫ বৎসর এবং অনুর্ধ্ব ৭ বৎসর কারাদন্ড কিংবা এক লক্ষ টাকার অধিক যে কোন পরিমাণ অর্থদন্ড এবং অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(২) এই আইনের কোন ধারায় উল্লিখিত কোন অপরাধের জন্য দন্ডিত হইয়া দন্ড ভোগ করিবার পর যদি কোন ব্যক্তি পুনরায় উল্লিখিত কোন অপরাধ করেন তাহা হইলে উক্ত অপরাধের দন্ড মৃত্যু দন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড না হইলে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য এই আইনে সর্বোচ্চ যে দন্ড রহিয়াছে উহার দ্বিগুণ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন;

(৩) এই আইনের কোন ধারায় উল্লিখিত কোন অপরাধের জন্য দ্বিতীয়বার দন্ডিত হইয়া দন্ড ভোগ করিবার পর যদি কোন ব্যক্তি পুনরায় উল্লিখিত কোন অপরাধ করেন তাহা হইলে উক্ত অপরাধের দন্ড মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড না হইলে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য কমপক্ষে বিশ বৎসর কারাদন্ড এবং কমপক্ষে দশ লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন;

(৪) এই আইনের ধারা ২৭, ২৮ ও ২৯ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন আদালতে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি মাদকসেবন ব্যতীত অন্য কোনরূপ মাদক অপরাধী হিসেবে প্রমাণিত না হন, তাহা হইলে আদালত উক্ত ব্যক্তিকে মাদকাসক্ত ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া যে কোন মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রে নিজ/পরিবারের খরচে মাদকাসক্তি চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন। যদি উক্ত মাদকাসক্ত ব্যক্তি এরূপ মাদকাসক্তির চিকিৎসা গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন তাহা হইলে তিনি অন্যূন ৬ মাস এবং অনূর্ধ্ব ৫ বছর কারাদন্ড এবং অন্যূন ৫০০০ টাকা অর্থ দন্ড এবং অর্থ দন্ড অনাদায়ে অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব ৬ মাস কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন;

(৫) কোন ব্যক্তি এ্যালকোহল পান **করিয়া** কিংবা যে কোন ধরনের নেশাগ্রস্ত অবস্থায় জনসাধারণের শা**ন্তি বি**নষ্ট **বা** বিরক্তি**কর** কোন আচরণ **করিলে কিংবা নেষাগ্রস্থ অবস্থায় গাড়ী চালাইলে** তিনি অনুর্ধ ১ (এক) বছর কারাদন্ড **অথবা** অনুর্ধ্ব **১০ (**দশ **) হাজার** টাকা **কিংবা** উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।'

(৬) এই আইনের ২৭, ২৮ ও ২৯ ধারায় যা কিছুই থাকুক না কেন, কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি বিজ্ঞ আদালতে নিজের দোষ স্বীকার করেন কিংবা কোন মাদক ব্যবসায়ী যদি অবৈধ মাদক ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য বিজ্ঞ আদালতে লিখিতভাবে আবেদন করেন তাহা হইলে, বিজ্ঞ আদালত তাহাকে শাস্তি প্রদানের পাশাপাশি বিধি অনুযায়ী পুনর্বাসনের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন ।

(৭) কোন সরকারি যানবাহনের ড্রাইভার যানবাহন ব্যবহারকারী কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে গাড়ীতে মাদকদ্রব্য পরিবহনের সময় যদি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক হাতে নাতে আটক হন তবে, তার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট অপরাধ অনুযায়ী আইনানুগ বা বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে ।

(৮) মাদক চোরাকারবারী বা মাদক ব্যবসায়ী মাদকসহ হাতে নাতে ধরা পড়িলে বিচারকার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার জামিন প্রদান করা হইবে না ।

২০। মাদকদ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি রাখার দন্ড :

এই আইনের অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত নন এইরূপ কোন ব্যক্তির নিকট বা তাহার দখলকৃত কোন স্থানে যদি মাদকদ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহারযোগ্য কোন যন্ত্রপাতি, সাজ-সরাঞ্জাম বা ওয়াশাসহ অন্যান্য উপকরণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ২ (দুই) বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১৫ (পনের) বৎসর করাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং অনাদায়ে অন্যূন একলক্ষ টাকা ও অনুর্ধ্ব পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

২১। অপরাধ সংঘটনে গৃহ বা যানবাহন, ইত্যাদি ব্যবহার করিতে দেওয়ার দন্ড :

কোন ব্যক্তি যদি সজ্ঞানে এই আইনের অধীনে কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য তাহার মালিকানাধীন বা দখলীয় কোন বাড়ী-ঘর, জায়গা-জমি, যানবাহন, যন্ত্রপাতি বা সাজ-সরঞ্জাম, কিংবা কোন অর্থ বা সম্পদ ব্যবহার করিতে অনুমতি দেন, তাহা হইলে তিনি অনুর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ডে বা অনুর্ধ পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডণীয় হইবেন এবং অর্থদন্ড অনাদায়ে অতিরিক্ত কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।''

২২। লাইসেন্স, ইত্যাদি ব্যতিরেকে কাজ করিবার দন্ড :

যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) বা (ছ) লংঙ্ঘন করেন তাহা হইলে তিনি অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর এবং অনুর্ধ্ব ১০ (দশ) বৎসর কারদন্ড এবং ইহার অতিরিক্ত যথাক্রমে অন্যূন দশ লক্ষ টাকা ও অনুর্ধ্ব পঞ্চাশ লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। অনাদায়ে অতিরিক্ত অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

২৩। লাইসেন্স, ইত্যাদির শর্ত ভঙ্গ করার দন্ড :

(ক) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোন লাইসেন্স, পারমিট বা পাস এর শর্ত ভঙ্গ করিলে প্রথমবার শর্ত ভঙ্গের অভিযোগটি কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন:

(১) অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি ভবিষ্যতে এইরূপ শর্ত লংঘন না করিবার জন্য লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় এফিডেভিট এর মাধ্যমে অঙ্গীকারনামা বা মুচলেকা প্রদান করেন, তাহা হইলে লাইসেন্স পারমিট বা পাস প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে সর্বাধিক ১ লক্ষ টাকা অর্থ আদায় পূর্বক উক্ত শর্ত ভংঙ্গজনিত অপরাধের আপোষ নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন ।

(২) দ্বিতীয়বার শর্ত ভঙ্গের জন্য এই আইনের ধারা ২৮ এর বিধান মোতাবেক তাহার লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবেন ।

(খ) এই আইনের অধীন লাইসেন্স, পারমিট বা পাস এর শর্ত ভঙ্গজনিত অপরাধের জন্য যদি কোন ব্যক্তির দখল হইতে এই আইনের ধারা ৩৪ এর বিধান মোতাবেক বাজেয়াপ্তযোগ্য কোন মাদকদ্রব্য বা বস্তু আটক করা হয় এবং উক্ত ব্যক্তির অপরাধটি যদি দফা (ক) এর বিধান অনুসারে নিষ্পত্তি করা হয় এবং উক্ত ব্যক্তি যদি উক্ত মাদকদ্রব্য বা বস্তু সংরক্ষণের জন্য আইনগতভাবে বৈধ অধিকারপ্রাপ্ত হন, তাহা হইলে আটককারী কর্মকর্তা তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে উক্ত মাদকদ্রব্য বা বস্তু বাজেয়াপ্ত না করিয়া বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহার প্রচলিত বাজার মূল্য নির্ধারণপূর্বক সমপরিমান অর্থ আদায়পূর্বক উহা উক্ত ব্যক্তি বা সংস্থার অনুকূলে ছাড় করিতে পারিবেন । আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করিতে হইবে।

২৪। বেআইনি বা হয়রানীমূলক তল্লাশী, ইত্যাদি দন্ড :

(১) যদি এই আইনের অধীন তল্লাশী, আটক বা গ্রেফতার করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন কোন কর্মকর্তা-

(ক) সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ ব্যতিরেকে এই আইনের অধীন তল্লাশীর নামে কোন স্থানে প্রবেশ করেন ও তল্লাশী চালান;

(খ) অযথা বা হয়রানীমূলকভাবে এই আইনের অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য কোন বস্তু তল্লাশী করিবার নামে কোন ব্যক্তির কোন সম্পদ আটক করেন ;

(গ) অযথা বা হয়রানীমূলকভাবে কোন ব্যক্তিকে তল্লাশী করেন বা গ্রেফতার করেন;

(ঘ) অভিযোগ প্রমাণ সাপেক্ষ্যে তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(২) তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের অধীন দায়িত্ব প্রদান করা হয় নাই এইরুপ কোন সরকারি কর্মকর্তা বা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য কর্তৃক ক-গ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কার্য পরিচালনা করেন তবে তাহাকে নির্ধারিত দণ্ডের দ্বিগুন দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে ।

২৫। অর্থ যোগান দাতা, মদদ দাতা, ইত্যাদি সম্পর্কে বিধান :

কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠান এই আইনের অধীনে কোন অপরাধ সংগঠনে অর্থ বিনিয়োগ করিলে বা অর্থ সরবরাহ করিলে বা মদদ দিলে বা নেপথ্যে নিয়ন্ত্রণ করিলে তিনি এই আইনের ধারা ৮ , ৯ এ বর্ণিত অপরাধ অনুযায়ী ধারা ১৯ এ নির্ধারিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং অতিরিক্ত অন্যূন এক কোটি টাকা অর্থ দণ্ড অনাদায়ে ৫ (পাঁচ) বছর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন ।

২৬। অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা, ইত্যাদির দণ্ড :

কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে কাহাকেও প্ররোচনা দিলে বা সাহায্য করিলে বা কাহারো সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলে অথবা এতদুদ্দেশ্যে কোন উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা গ্রহণ করিলে অপরাধ সংঘটিত হউক বা না হউক, তিনি এই আইনের অধীন সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য ধারা ১৯ এ নির্ধারিত দণ্ডের অনুরূপ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

২৭। শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় নাই, এই রকম অপরাধের দণ্ড :

(১) কোন ব্যক্তি যদি এই আইন বা বিধির এমন কোন বিধান লংঘন করেন যাহার জন্য উহাতে স্বতন্ত্র কোন দণ্ডের ব্যবস্থা নাই, তাহা হইলে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনূর্ধ্ব ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) মাদক অপরাধ দমন কাজে নিয়োজিত কোন আইন প্রায়োগকারী সংস্থার সদস্যকে তাহার দায়িত্ব পালনকালে কোন ব্যক্তি কোনভাবে অসহযোগিতা করিলে বা বাধা দিলে, কিংবা কোনভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিলে তাহা মাদক অপরাধ সংঘটনে সহোযোগিতা হিসাবে গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অন্যূন ২ বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ১০ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

২৮। লাইসেন্স, ইত্যাদি বাতিল :

(১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন ব্যক্তি তাহাকে প্রদত্ত লাইসেন্স, পারমিট বা পাসের কোন শর্ত ভঙ্গ করেন, বা যদি কোন লাইসেন্স, পারমিট বা পাসধারী ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য অথবা অন্য কোন

আইনের অধীন বিচারার্থ গ্রহণীয় (Cognizable) কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত হন, তাহা হইলে লাইসেন্স, পারমিট বা পাস প্রদানকারী কর্মকর্তা তাহাকে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিয়া তাহার লাইসেন্স, পারমিট বা পাস বাতিল করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশের দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে-

(ক) আদেশটি যদি মহাপরিচালকের অধ:স্তন কোন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে, মহাপরিচালকের নিকট;

(খ) আদেশটি যদি মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে, সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত আপিল কর্তৃপক্ষের রায় চূড়ান্ত হইবে এবং উহার বিরুদ্ধে আদালতে কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না।

২৯। লাইসেন্স, ইত্যাদি সাময়িককভাবে স্থগিতকরণ :

(১) ধারা ২৮ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন লাইসেন্স, পারমিট, বা পাস প্রদানকারী কোন কর্তকর্তার নিকট যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে, তৎকর্তৃক প্রদত্ত কোন লাইসেন্স পারমিট বা পাসের শর্তাবলী যথাযথভাবে পালন করা হইতেছে না, তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা লিখিত আদেশ দ্বারা এই আইনের অধীন অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে লাইসেন্স, পারমিট বা পাস অনুর্ধ্ব ষাট দিনের জন্য সাময়িকভাবে স্থগিত করিতে পারিবেন ;

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশের দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে-

(ক) আদেশটি যদি মহাপরিচালকের অধ:স্তন কোন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে, মহাপরিচালকের নিকট;

(খ) আদেশটি যদি মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে, সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত আপিল কর্তৃপক্ষের রায় চূড়ান্ত হইবে এবং উহার বিরুদ্ধে আদালতে কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না।

৩০। কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন :

এই আইনের অধীন কোন বিধান লংঘনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানি হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানির মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা এজেন্ট বিধানটি লংঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লংঘন তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত লংঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

এই ধারায়-

(১) 'কোম্পানী' বলিতে কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও সমিতি বা সংগঠনকে বুঝাইবে;

(২) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে 'পরিচালক' বলিতে উহার কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বুঝাইবে।

৩১। অপরাধ সম্পর্কে অনুমান (Presumption) :

যদি কোন ব্যক্তির নিকট বা তাহার দখলকৃত বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোন স্থানে কোন মাদকদ্রব্য সেবন, ব্যবহার, প্রয়োগ বা মাদকদ্রব্য প্রস্তুতে ব্যবহারযোগ্য সাজ-সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি বা মাদকদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু বা উপাদান পাওয়া

যায় এবং যদি উহা আইনের কোন ধারা লংঘনকারি হয়, তাহা হইলে তিনি উক্ত ধারা লংঘন করিয়াছেন বলিয়া আদালত অনুমান করিতে পারিবেন এবং তিনি উহা যে করেন নাই উহা প্রমাণের দায়িত্ব তাহার উপর বর্তাইবে।

৩২। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ :

অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন,

(১) এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় সকল অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণীয় (Cognizable) এবং তফসিলে উল্লিখিত ক শ্রেণীর ক্রমিক নং ৩, ৪, ৫ এবং ৬ এ উল্লিখিত মাদকদ্রব্যজনিত অপরাধসমূহ জামিন অযোগ্য।

তবে, তফসিলে উল্লিখিত উপরোক্ত মাদকদ্রব্যে ব্যতিত অন্যান্য মাদকদ্রব্যের ক্ষেত্রে The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এ ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাষ্ট্রপক্ষকে শুনানির যুক্তিংসগত সুযোগ দিয়া এবং সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা করিয়া আদালত কিংবা আপিল আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনের জন্য অভিযুক্ত কিংবা, ক্ষেত্রমত, দণ্ডপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে জামিন দেওয়া ন্যায়সংগত হইবে, তাহা হইলে উক্ত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া আদালত কিংবা, ক্ষেত্রমত, আপিল আদালত উক্ত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তির আদেশ দিতে পরিবে।

(২) মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সরকার প্রত্যেক জেলায় প্রয়োজনে এক বা একাধিক বিশেষ মাদক আদালত স্থাপন করিতে পারিবেন।

৩৩। প্রবেশ, ইত্যাদির ক্ষমতা :

(১) মহাপরিচালক বা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা, বিধি-বিধান সাপেক্ষে-

(ক) কোন মাদকদ্রব্য লাইসেন্স বলে প্রস্তুত বা গুদামজাত করা হইয়াছে বা হইতেছে এই রকম যে কোন স্থানে যে কোন সময় প্রবেশ করিতে এবং উহা পরিদর্শন করিতে পারিবেন;

(খ) লাইসেন্স বলে প্রস্তুত বা সংগৃহীত মাদকদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য যে দোকানে রাখা হইয়াছে সেই দোকানে, দোকান খোলা রাখার সাধারণ সময়ে, প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং উহা পরিদর্শন করিতে পারিবেন;

(গ) দফা (ক) ও (খ) তে উল্লিখিত স্থান বা দোকানে-

(১) রক্ষিত হিসাব বহি বা রেজিস্টার পরীক্ষা করিতে পারিবেন;

(২) প্রাপ্ত মাদকদ্রব্য, মাদকদ্রব্য প্রস্তুতের সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও তৈজষপত্র পরীক্ষা, ওজন ও পরিমাপ করিতে পারিবেন;

(৩) উপ-দফা (১) ও (২) এ উল্লিখিত কোন কিছু বেআইনি বা ত্রুটিপূর্ণ পাওয়া গেলে বা বিবেচিত হইলে উহা আটক করিতে পারিবেন ;

(২) উপ-ধারা ১ এ উল্লিখিত কর্মকর্তা ব্যতীত ধারা ৩৭ (১) এ উল্লিখিত অন্য কোন কর্মকর্তা এই আইনের অধীন লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন/তল্লাশি পরিচালনা করিতে পারিবেন না। তবে, বিশেষ ক্ষেত্রে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের স্থানীয় কর্মকর্তার উপস্থিতিতে বিধি মোতাবেক তল্লাশি করা যাইবে।

৩৪। বাজেয়াপ্তযোগ্য মাদকদ্রব্য, ইত্যাদি :

(১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে মাদকদ্রব্য, মাদকদ্রব্যের সহিত জব্ধকৃত অর্থ, সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, উপকরণ, আধার, পত্র, মোড়ক, যানবাহন বা অন্য কোন বস্তু যাহা সহযোগে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, সেইগুলি বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য মাদকদ্রব্যের সহিত যদি কোন বৈধ মাদকদ্রব্য অপরাধ সংগঠনের সময় পাওয়া যায় তাহা হইলে সেই মাদকদ্রব্যও বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।

(৩) কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য যদি কোন সরকারি যানবাহন ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে উহা বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে। অপরাধ বা মামলা উদঘাটনকারী কর্মকর্তা সরকারি কাজের স্বার্থে উক্ত যানবাহন সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার জিম্মায় প্রদান করিতে পারিবেন। বিষয়টি এজাহারে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৪) জব্ধকৃত মাদকদ্রব্য ধ্বংস করিতে হইবে।

৩৫। বাজেয়াপ্তকরণ পদ্ধতি :

(১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারকালে আদালত ধারা ৩৪ এর অধীন বাজেয়াপ্তকৃত বা আটককৃত কোন বস্তু, অপরাধ প্রমাণিত হউক বা না হউক,-

(ক) বস্তুটি মাদকদ্রব্য হইলে বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দিতে পারিবেন;

(খ) বস্তুটি মাদকদ্রব্য না হইলে বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দিতে পারিবেন;

(গ) মাদকদ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বাজেয়াপ্ত করার এবং উক্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার আদেশ দিতে পারিবেন।

(২) যদি কোন ক্ষেত্রে ধারা ৩৪ এর অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য কোন বস্তু আটক করা হয় কিন্তু উহার সহিত সংশ্লিষ্ট অপরাধীকে পাওয়া না যায়, তাহা হইলে, মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, যিনি বস্তুটি আটককারী কর্মকর্তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হইবেন, লিখিত আদেশ দ্বারা উহা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন ;

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরুপ বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদানের পূর্বে বাজেয়াপ্তির বিরুদ্ধে আপত্তি প্রদানের সুযোগ দেওয়ার জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নোটিশ জারি করিতে হইবে এবং নোটিশে উল্লিখিত সময়ের, যাহা নোটিশ জারির তারিখ হইতে অন্যূন ১৫ (পনের) দিন হইতে হইবে, আপত্তি উত্থাপনকারীকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিতে হইবে।

আরো শর্ত থাকে যে, বস্তটি মাদকদ্রব্য হইলে উহা অবশ্যই বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে এবং এই ক্ষেত্রে এই উপধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশের দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে-

(ক) আদেশটি যদি মহাপরিচালকের অধ:স্তন কোন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে, মহাপরিচালকের নিকট;

(খ) আদেশটি যদি মহাপরিচালকের কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে, সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবেন;

(৪) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত আপিল কর্তৃপক্ষের রায় চূড়ান্ত হইবে এবং উহার বিরুদ্ধে আদালতে কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না ।

৩৬। বাজেয়াপ্ত এবং আটককৃত মাদকদ্রব্য ও দ্রব্যাদির নিস্পত্তি বা বিলিবন্দেজ :

(১) এই আইনের অধীন বাজেয়াপ্ত যোগ্য কোন মাদকদ্রব্য বা দ্রব্যের বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত মাদকদ্রব্য বা দ্রব্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা কর্তৃক আটককৃত হইলে উহা মহাপরিচালক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে এবং মহাপরিচালক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবহার, হস্তান্তর, ধ্বংস কিংবা অন্য কোন প্রকারে উহার নিস্পত্তি বা বিলিবন্দেজের ব্যবস্থা করিবেন।

(২) আটককৃত মাদকদ্রব্য বা দ্রব্য এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন সংস্থা কর্তৃক আটককৃত হইলে বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদানের পর উহা উক্ত আটককারী সংস্থার নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে এবং আটককারী সংস্থা কর্তৃক যথাযথ আদালতের আদেশ অনুসারে এবং মহাপরিচালকের সম্মতিক্রমে ও মহাপরিচালক কিংবা তাহার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ও অংশগ্রহণে এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে হস্তান্তর, ধ্বংস কিংবা অন্য কোন প্রকারে উহার বিলিবন্দেজ করা যাইবে।

(৩) এই আইনের অধীন কোন মাদকদ্রব্য বা বস্তু আটক, বাজেয়াপ্ত ও নিস্পত্তির ক্ষমতাপ্রাপ্ত সকল কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তা এই আইনের অধীন নিস্পত্তিকৃত সকল মাদকদ্রব্য ও বস্তুসমূহের নিস্পত্তি সংক্রান্ত একটি বাৎসরিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

৩৭। পরোয়ানা ব্যতিরেকে তল্লাশী, ইত্যাদির ক্ষমতা :

(১) মহাপরিচালক বা সরকারের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, পুলিশের উপ-পরিদর্শক বা তদূর্ধ্ব কোন কর্মকর্তা, কাস্টমসের পরিদর্শক বা সমমান সম্পন্ন বা তদূর্ধ্ব কোন কর্মকর্তা, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর কর্পোরাল বা তদূর্ধ্ব কোন কর্মকর্তা, কোষ্টগার্ড বাহিনীর পেটি অফিসার বা তদূর্ধ্ব কোন কর্মকর্তার এইরূপ বিশ্বাস করিবার কোন কারণ থাকে যে, এই আইনের অধীন কোন অপরাধ কোন স্থানে সংঘটিত হইয়াছে, হইতেছে বা হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি এই আইনের অধীন পরিচালিত লাইসেন্স প্রিমিজেস ব্যতীত সেই স্থানে কোন সময় –

(ক) প্রবেশ করিয়া তল্লাশী করিতে পারিবেন এবং প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হইলে, বাধা অপসারণের জন্য দরজা জানালা ভাঙ্গাসহ যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন;

(খ) তল্লাশীকালে প্রাপ্ত অপরাধ সংঘটনে ব্যবহার্য মাদকদ্রব্য বা বস্তু এই আইনের অধীন আটক বা বাজেয়াপ্তযোগ্য বস্তু এবং এই আইনের অধীন কোন অপরাধ প্রমাণে সহায়ক কোন দলিল, দস্তাবেজ বা জিনিসপত্র আটক করিতে পারিবেন;

(গ) উপস্থিত যে কোন ব্যক্তির দেহ তল্লাশী করিতে পারিবেন;

(ঘ) উপস্থিত কোন ব্যক্তিকে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ করিয়াছেন বা করিতেছেন বলিয়া সন্দেহে গ্রেফতার করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোন স্থানে প্রবেশ করিয়া তল্লাশী পরিচালনা না করিলে অপরাধ সম্পর্কীয় কোন বস্তু নষ্ট বা লুপ্ত হইবার বা অপরাধী পালাইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া কোন কর্মকর্তার নিকট বিশ্বাস করিবার সংগত কারণ থাকিলে অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি উক্ত সময়ের মধ্যে উক্ত স্থানে প্রবেশ ও তল্লাশী করিতে পারিবেন।

৩৮। দেহ তল্লাশীর জন্য বিশেষ পরীক্ষা :

(১) এই আইনের অধীণ কোন তদন্ত বা তল্লাশী পরিচালনাকালে কোন কর্মকর্তার যদি ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ থাকে যে, কোন ব্যক্তি তাহার শরীরের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মাদকদ্রব্য লুকাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা হইলে, অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, তিনি তাহাকে তাহার শরীরের এক্স-রে, আলট্রাসনোগ্রাম, এন্ডোসকপি, কোলনস্কপি কিংবা রক্ত ও মলমূত্রসহ অন্য যে কোন প্রকার প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করিবার জন্য নিজেকে সমর্পন করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন, এবং উক্ত নির্দেশ অমান্য করিলে নির্দেশ প্রদানকারী কর্মকর্তা তাহাকে নির্দেশ পালনে বাধ্য করিবার জন্য প্রয়োজনবোধে বল প্রয়োগসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন;

(২) উপধারা (১) এর বিধান অনুসারে পরীক্ষার পর কোন ব্যক্তির অঙ্গ-প্রতঙ্গে যদি কোন মাদকদ্রব্যের উপস্থিতি সনাক্ত হয়, তাহা হইলে, তাহাকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ধারা ১৯ এর বিধান মোতাবেক দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য গ্রেফতার করা যাইবে।

(৩) উপধারা (১) এর বিধান অনুসারে পরীক্ষার পর যদি কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন মাদকদ্রব্য গ্রহণের, সেবনের, ব্যবহারের, বা প্রয়োগের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় এবং উহা যদি এই আইনের ধারা ৮ এব উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) কিংবা উপ-ধারা (২) এর দফা (ঙ) কিংবা ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (চ) এর বিধান লংঘনকারী হয় তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে ধারা ১৯ এর বিধান মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার করা যাইবে।

(৪) মাদকাসক্ত ব্যক্তি সনাক্ত করার প্রয়োজনে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ডোপ টেস্ট (Dope Test) করা যাইবে । ডোপ টেস্ট (Dope Test) পজেটিভ হইলে এই আইনের ১৯ (৪) ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

৩৯। আটক, ইত্যাদি সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবহিতকরণ :

এই আইনের অধীন কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হইলে বা কোন বস্তু আটক করা হইলে, গ্রেফতারকারী বা আটককারী কর্মকর্তা তৎসম্পর্কে লিখিত প্রতিবেদনের মাধ্যমে তাহার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন এবং প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করিবেন ।

৪০। মহাপরিচালক, ইত্যাদির তদন্তের ক্ষমতা :

(১) এই আইনের অধীন অপরাধ তদন্তের ব্যাপারে মহাপরিচালকের থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ক্ষমতা থকিবে;

(২) মহাপরিচালক অধ:স্তন কোন কর্মকর্তাকে এই আইনের অধীন অপরাধ তদন্তের জন্য থানার ভারপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন ;

(৩) বাংলাদেশের কোন নাগরিক এই আইনের অধীন বিচার্য কোন অপরাধ বিদেশে সংঘটিত করিলে এই ধারায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা বিদেশে গমন করিয়া উহার তদন্ত কার্য সম্পাদন করিতে পারিবেন এবং তদন্তের প্রয়োজনে যথাযথ প্রক্রিয়ায় তিনি বিদেশী যে কোন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষর সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৪১। অপরাধ তদন্তের সময়সীমা :

(১) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এ ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন অপরাধের তদন্ত-

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ সংঘটনের সময়ে হাতেনাতে এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ধৃত হইয়া আদালতের নিকট সোপর্দ হইলে, তাহার ধৃত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে ।

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ সংঘটনের সময় হাতেনাতে ধৃত না হইলে অপরাধ সংঘটন সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য প্রাপ্তি বা ক্ষেত্রমত, মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা ম্যাজিস্ট্রেট বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ৬০ (ষাট) কার্য দিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে ।

(গ) একই মামলায় গ্রেফতার ও পলাতক ব্যক্তি থাকিলে উক্ত মামলার তদন্ত উপধারা ১(খ) অনুযায়ী সম্পন্ন হইবে।

(২) কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ১৫ (পনেরো) কার্য দিবসের মধ্যে অপরাধের তদন্ত কার্য সম্পন্ন করিবেন এবং তৎসম্পর্কে কারণ উল্লেখপূর্বক তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা বা ক্ষেত্রমত, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সময় সীমার মধ্যেও তদন্তকার্য সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্থা উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে উক্তরুপ তদন্তকার্য সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কিংবা, ক্ষেত্রমত, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন ।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন তদন্তকার্য সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে অবহিত হইবার পর নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কিংবা, ক্ষেত্রমত, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন

কর্তৃপক্ষ উক্ত অপরাধের তদন্তভার অন্য কোন কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবেন এবং উক্তরুপে কোন অপরাধের তদন্তভার হস্তান্তর করা হইলে তদন্তের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ সংঘটনের সময়ে হাতেনাতে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইলে বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ধৃত হইয়া পুলিশের নিকট সোপর্দ হইলে, তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী (১৫) পনের কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিবেন;

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যেও তদন্তকার্য সম্পন্ন করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে উক্তরুপ তদন্ত কার্যসম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কিংবা, ক্ষেত্রমত, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা , ম্যাজিস্ট্রেট বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৬) উপ-ধারা (২) বা (৪) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোন তদন্তকার্য সম্পন্ন না করার ক্ষেত্রে, তৎসম্পর্কে ব্যাখ্যা সম্বলিত প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কিংবা, ক্ষেত্রমত, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্তৃপক্ষ যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন না হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তাই দায়ী তাহা হইলে উহা দায়ী ব্যক্তির অদক্ষতা বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এই অদক্ষতা তাহার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে চাকুরী বিধিমালা অনুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

৪২। পরোয়ানা জারির ক্ষমতা :

(১) মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অধিদপ্তরের অধ:স্তন কোন কর্মকর্তা যদি এইরুপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে-

(ক) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ করিয়াছে;

(খ) এই আইনের অধীন অপরাধ সংক্রান্ত কোন বস্তু বা উহার প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় কোন দলিল, দস্তাবেজ বা কোন প্রকার জিনিসপত্র কোন স্থানে বা ব্যক্তির নিকট রক্ষিত আছে ;

তাহা হইলে অনুরুপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, তিনি উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিবার জন্য বা উক্ত স্থানে দিনে বা রাতে যে কোন সময় তল্লাশীর জন্য পরোয়ানা জারি করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোন পরোয়ানা যাহার নিকট পাঠানো হইবে উহার কার্যকর করিবার ব্যাপারে তাহার ধারা ৩৭ এ উল্লিখিত কর্মকর্তাদের সকল ক্ষমতা থাকিবে।

৪৩। প্রকাশ্য স্থান, ইত্যাদিতে আটক বা গ্রেফতারের ক্ষমতা :

যদি ধারা ৩৭ এ উল্লিখিত কোন কর্মকর্তার এইরুপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোন প্রকাশ্য স্থানে বা কোন চলাচল যানবাহনে-

(ক) এই আইনের পরিপন্থী কোন মাদকদ্রব্য বা বাজেয়াপ্তযোগ্য কোন বস্তু বা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ প্রমাণের সহায়ক কোন দলিল দস্তাবেজ রক্ষিত আছে, তাহা হইলে, তাহার অনুরুপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি উক্ত মাদকদ্রব্য, বস্তু বা দলিল দস্তাবেজ তল্লাশী করিয়া আটক করিতে পারিবেন ;

(খ) এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনকারী বা সংঘটনে উদ্যত কোন ব্যক্তি আছেন, তাহা হইলে তাহার অনুরুপ বিশ্বাসের করাণ লিপিবদ্ধ করিয়া, তল্লাশী দস্তাবেজ পাওয়া গেলে তিনি তাহাকে গ্রেফতার করিতে পারিবেন।

৪৪। তল্লাশী, ইত্যাদির পদ্ধতি :

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি আদালতে সোপর্দ করার পূর্বে থানা হাজত কিংবা বিভাগীয় নিরাপত্তা হেফাজতে রাখিতে হইবে এবং আটককৃত দ্রব্যাদি একজন বিভাগীয় কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে বিভাগীয় আলামতখানা ক্ষেত্রমতে আদালতের মালখানায় রাখিতে হইবে। এই আইনের ভিন্নরুপ কিছু না থাকিলে, এই আইনের অধীন জারিকৃত সকল পরোয়ানা এবং তল্লাশী, গ্রেফতার ও আটক এর ব্যাপারে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

৪৫। গোপন অভিযোগ ও নিয়ন্ত্রিত বিলি :

(১) উপ-ধারা (২) এবং কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত বাংলাদেশের স্বাক্ষরিত চুক্তি বা সমঝোতা সাপেক্ষে, সরকার, এই আইন বা কোন বিদেশী রাষ্ট্রোর অনুরুপ কোন আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধ সম্পর্কে বাংলাদেশে বা অন্য কোথাও প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, নিয়ন্ত্রিত বিলির লিখিত অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে ;

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুমোদন প্রদান করা হইবে না, যদি না সরকার-

(ক) কোন ব্যক্তিকে, যাহার পরিচিতি জ্ঞাত বা অজ্ঞাত যাহাই হউক না কেন, এই বলিয়া সন্দেহ করে যে, তিনি এইরুপ কোন কাজে লিপ্ত ছিলেন বা রহয়িাছেন বা হইবার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন যাহা এই আইন বা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের অনুরুপ কোন আইনের অধীন অপরাধ বলিয়া পরিগণিত; এবং

(খ) এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, নিয়ন্ত্রিত বিলির ব্যবস্থা এইরুপ নির্ধারিত করা হইয়াছে যে উহাতে উক্ত ব্যক্তির কাজ প্রকাশিত হইবার অথবা উক্ত কাজ সংক্রান্ত অন্য কোন প্রমাণ লাভের সুযোগ রহিয়াছে।

(৩) সরকার অনধিক ৩ (তিন) মাসের জন্য সময় সময় উক্ত অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া, উক্ত উপ-ধারার অধীন অনুমোদনপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, নিয়ন্ত্রিত বিলি ও গোপন অভিযান চলাকালে এবং তদুদ্দেশ্যে, নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবেন, যথা :-

(ক) কোন বাহনকে বাংলাদেশে প্রবেশ বা বাংলাদেশ ত্যাগ করিতে দেওয়া;

(খ) কোন বাহনকে মাদকদ্রব্য সরবরাহ বা সংগ্রহ করিতে দেওয়া;

(গ) কোন বাহনে প্রবেশ ও তল্লাশীর জন্য পরিস্থিতি অনুযায়ী যুক্তিসংগত শক্তি প্রয়োগ করা ;

(ঘ) কোন বাহনে গোপন সংকেত দানকারী যন্ত্র (Tracking Device) স্থাপন করা, এবং

(ঙ) যে ব্যক্তির অধিকারে বা হেফাজতে মাদকদ্রব্য রহিয়াছে তাহাকে বাংলাদেশে প্রবেশ বা বাংলাদেশ ত্যাগ করিতে দেওয়া।

(৫) আপতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন গোপন অভিযান বা নিয়ন্ত্রিত বিলিতে অংশগ্রহণকারী কোন অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি, অনুমোদনের শর্ত অনুযায়ী, উক্ত অভিযান বা নিয়ন্ত্রিত বিলিতে অংশগ্রহণের জন্য কোন অপরাধের দায়ে দায়ী হইবেন না ।

৪৬। পারস্পরিক সহযোগিতায় বাধ্যবাধকতা :

এই আইনের কোন বিধান কার্যকর করিবার ব্যাপারে অনুরুদ্ধ হইলে ধারা ৩৭ এ উল্লিখিত কর্মকর্তাগণ, ডাকবিভাগের কর্মকর্তাগণ, আনসার বাহিনী, গ্রাম পুলিশের সদস্যগণ, বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ, মোবাইল ফোন কোম্পানীসমূহ, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি), বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইনানশিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (বিআইএফইউ), কুরিয়ার সার্ভিসের প্রতিষ্ঠানসমূহ, সিভিল এ্যাভিয়েশন কর্তৃপক্ষ এবং বন্দর কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পরস্পরকে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৪৭। মামলার তদন্ত হস্তান্তর :

এই আইনের অধীন কোন অপরাধের তদন্তকালীন সময়ে যদি মহাপরিচালক লিখিতভাবে অনুরোধ জানান, তাহা হইলে তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ মহাপরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কোন কর্মকর্তার নিকট তদন্তকার্য হস্তান্তর করিবেন এবং যে কর্মকর্তার নিকট উক্ত তদন্ত কার্য হস্তান্তর করা হইবে তিনি প্রয়োজনবোধে শুরু হইতে বা যে পর্যায়ে তদন্ত কার্য হস্তান্তর হইয়াছে সে পর্যায় হইতে তদন্ত কার্য পরিচালনা করিতে পারিবেন এবং তদন্ত শেষে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন ।

৪৮। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি ও আটককৃত মালামাল সম্পর্কে বিধান :

(১) ধারা ৪২ এর অধীন জারিকৃত কোন পরোয়ানা ভিত্তিতে কোন ব্যক্তিকে এবং আটককৃত বস্তুটিকে অনতিবিলম্বে পরোয়ানা প্রদানকারী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে ।

(২) মহাপরিচালক বা সরকারের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কোন পুলিশ কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য কোন কর্মকর্তা ধারা ৩৭ এবং ৪৩ এর অধীন কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিলে বা কোন বস্তু আটক করিলে তিনি অনতিবিলম্বে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে বা আটককৃত বস্তুটিকে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা ধারা ৪০ এর অধীন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিকটস্থ কোন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন ।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে যে কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হইবে তিনি যত শীঘ্র সম্ভব উক্ত ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে আইনানুগ যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন । আটককৃত মাদকদ্রব্য বা মালামাল যদি পরিমাণে অত্যধিক হয়, বা অতিমূল্যবান হয়, কিংবা সংরক্ষণের জন্য অসুবিধাজনক কিংবা ঝুঁকিবহুল হয়, তাহা হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট আদালতের অনুমতিক্রমে উক্ত মাদকদ্রব্য বা মালামালের যথোপযুক্ত নমুনা ও

প্রমাণ সংরক্ষণপূর্বক বাকী মাদকদ্রব্য বা মালামাল বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে হস্তান্তর, ধ্বংস বা অন্য কোন প্রকারে বিলিবন্দেজ করিতে পারিবেন এবং এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আদালতকে অবিলম্বে অবহিত করিবেন।

(৪) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন আটককৃত কোন মাদকদ্রব্য বা বস্তুর যদি কোন কারণে তাৎক্ষণিক বিলিবন্দেজ অপরিহার্য হয়, অথবা উহা বহন বা স্থানান্তরের অযোগ্য হয়, তাহা হইলে আটককারী কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত মাদকদ্রব্য বা বস্তুর উপযুক্ত নমুনা এবং পরিমাণ নির্দেশক যথাযথ প্রমাণ সংরক্ষণপূর্বক অবশিষ্ট মাদকদ্রব্য বা বস্তুর হস্তান্তর, ধ্বংস বা অন্য কোন প্রকারে উহার বিলিবন্দেজ করা যাইবে।

৪৯। ব্যাংক হিসাব ইত্যাদি নিরীক্ষা ও নিষ্ক্রিয়করণ :

(১) যদি মহাপরিচালক বা তদধীন কোন কর্মকর্তার এইরূপ বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ থাকে যে কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধের সহিত জড়িত থাকিয়া অবৈধ অর্থ ও সম্পদ সংগ্রহে লিপ্ত আছেন এবং উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের বিধান অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য তাহার ব্যাংক হিসাব বা আয়কর বা সম্পদকর সম্পর্কীয় রেকর্ডপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন । তাহা হইলে এই আইনের অধীন ধারা ৩৭ এ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ বিদ্যমান মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) এই আইনের ধারা ৩৭ এ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০১৫ এর ধারা ২ এর উপ ধারা (শ) এ উল্লিখিত 'সম্পৃক্ত অপরাধ' (অবৈধ মাদক ও নোশা জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা) নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে গণ্য হইবেন । তিনি অবৈধ মাদক ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত অর্থ বা সম্পদ সম্পর্কে বিদ্যমান মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী তদন্তসহ পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন ।

(৩) উপরন্তু, প্রয়োজনে তিনি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অনুরুপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত হিসাব বা রেকর্ডপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করা কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব নিস্ত্রিয়করণ (Freezing) করা কিংবা সম্পদ যাচাই বাছাই (Scrutinizing) এর অনুমতি প্রদানের জন্য সেসন জজের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন পেশকৃত আবেদন পর্যালোচনা করিয়া এবং আবেদনকারীকে শুনানির সুযোগ দিয়া, সেসন জজ আবেদনটি নিস্পত্তি করিবেন এবং যদি তিনি প্রার্থিত অনুমতি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে অনুমতি প্রদান করিবেন এবং উহার একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক, কর কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন ;

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন অনুমতি প্রাপ্ত কর্মকর্তা তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষার অগ্রগতি ও ফলাফল সম্পর্কে সেসন জজকে অবহিত করিবেন ।

৫০। সম্পত্তি হস্তান্তর, ইত্যাদি নিষিদ্ধ :

(১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের তদন্তকালে যদি তদন্তকারী কর্মকর্তার এইরুপ বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ থাকে যে, কোন ব্যক্তির নিকট উক্ত অপরাধের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পত্তি রহিয়াছে, তাহা হইলে অনুরুপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত সম্পত্তির বিক্রয়, বন্ধক, হস্তান্তর বা অন্য কোন প্রকার লেনদেন তদন্ত কার্য সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ করিবার আদেশ প্রদানের জন্য তিনি সেসন জজের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন;

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পেশকৃত আবেদন পর্যালোচনা করিয়া এবং আবেদনকারী ও যাহার বিরুদ্ধে আবেদন করা হইয়াছে তাহাকে শুনানির যুক্তি সংগত সুযোগ দিয়া, সেসন জজ আবেদনটি নিস্পত্তি করিবেন এবং যদি তিনি প্রার্থীত আদেশ প্রদান যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তিনি প্রার্থীত আদেশ প্রদান করিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, ৩ (তিন) মাসের মধ্যে তদন্ত কার্য সম্পন্ন না হইলে সেসন জজ আবেদনকারী কর্মকর্তার আবেদনের ভিত্তিতে উক্ত সময় অনুর্দ্ধ ৩ (তিন) মাস হইলে তিনি প্রার্থীত আদেশ প্রদান করিবেন :

তবে আরও শর্ত থাকে যে, উভয় পক্ষের শুনানির পর আবেদনটির নিস্পত্তি সাপেক্ষে বিশেষ কারণে কেবলমাত্র আবেদনকারীকে শুনানি প্রদান করিয়া সেসন জজ আবেদনটির ব্যাপারে সাময়িক আদেশ জারি করিতে পারিবেন।

(৩) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য দায়েরকৃত কোন মামলা চলাকালীন সময়ে অভিযোগকারী যদি আদালতের নিকট এই মর্মে আবেদন করেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণিত হইলে তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার প্রয়োজন হইবে এবং সেই কারণে তাহার সম্পত্তির বিক্রয়, বন্ধক, হস্তান্তর বা অন্য কোন প্রকার লেনদেন মামলা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ করিবার আদেশ প্রদান প্রয়োজন, তাহা হইলে আদালত উভয়পক্ষকে যুক্তিসংগত শুনানির সুযোগ দিয়া প্রয়োজনবোধে উক্তরুপ আদেশ প্রদান করিবেন ।

৫১। মাদকাসক্তের তালিকা :

(১) মাদকাসক্তদের চিকিৎসা প্রয়োজনে মহাপরিচালক তাহাদের জেলা ওয়ারী তালিকা প্রস্তুত করিবেন;

(২) কোন মাদকাসক্ত ব্যক্তি বা তাহার তত্ত্বাবধায়ক বা অভিভাবক বা চিকিৎসক ইচ্ছা করিলে লিখিভাবে মহাপরিচালকের নিকট তাহার নাম উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত তালিকায় অন্তর্ভূক্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং উক্তরুপ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মহাপরিচালক তাহার নাম তালিকাভূক্ত করিতে পারিবেন ;

(৩) এই ধারার অধীন তালিকাভূক্ত মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য মহাপরিচালক বিধি অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন ।

৫২। কতিপয় লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ :

(১) কোন ব্যক্তি এই আইনের ধারা ২৪ ব্যতীত অন্য কোন ধারায় দণ্ডপ্রাপ্ত হইলে অথবা ধারা ১৬ এর অধীন বাধ্যতামূলকভাবে চিকিৎসাধীন থাকিলে অথবা ধারা ৫১ এর অধীন মাদকাসক্তের তালিকাভূক্ত হইলে তাহাকে কোন আগ্নেয়াস্ত্র বা যানবাহন চালকের লাইসেন্স দেওয়া যাইবে না এবং তাহার উক্তরুপ কোন লাইসেন্স থাকিলে উহা বাতিল হইয়া যাইবে ;

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন ব্যক্তির লাইসেন্স বাতিল হইলে তিনি বা ক্ষেত্রমত, তত্ত্বাবধায়ক বা অভিভাবক লাইসেন্স বাতিল হওয়ার দিন হইতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্মকর্তা বা নিকটস্থ থানায় জমা দিবেন এবং যদি লাইসেন্সটি আগ্নেয়াস্ত্র এর জন্য হয়, তাহা হইলে আগ্নেয়াস্ত্রসহ জমা দিবেন ।

৫৩। রাসায়নিক পরীক্ষক ও তাহার রিপোর্ট :

(১) এই আইনের প্রয়োজনে সরকার মাদকদ্রব্য বা মাদকদ্রব্যের কোন উপাদানের রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য প্রতিটি বিভাগীয় শহরে পরীক্ষাগার স্থাপন করিতে পারিবেন এবং উহার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক রাসায়নিক পরীক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনের অধীন পরিচালিত কোন কার্যক্রমের কোন পর্যায়ে কোন বস্তুর রাসায়নিক পরীক্ষার প্রয়োজন দেখা দিলে উহা উপ-ধারা (১) এর অধীন স্থাপিত রাসায়নিক পরীক্ষাগারে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) রাসায়নিক পরীক্ষকের স্বাক্ষরযুক্ত রাসায়নিক পরীক্ষার রিপোর্ট এই আইনের অধীন কোন তদন্ত, বিচার বা অন্য কোন প্রকার কার্যক্রমে সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপন না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত যে কোন পরীক্ষাগারে এই ধারায় উল্লিখিত রাসায়নিক পরীক্ষা করা যাইবে ।

(৫) এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধের বিচার চলাকালে এই আইনের অধীন স্থাপিত কোন রাসায়নিক পরীক্ষগারের রিপোর্ট সম্পর্কে আদালত সন্তুষ্ট না হইলে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন বা সরকার কর্তৃক পরিচালিত বা নির্ধারিত অন্য যে কোন বিশেষায়িত রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য বা মাদকদ্রব্যের উপাদানের পুণঃ রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট আদালত আদেশ দিতে পারিবেন।

৫৪। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্মকরণ :

এই আইনের বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি বা আদেশের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, কমিটি বা কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারি মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না ।

৫৫। বিধির অবর্তমানে নির্বাহী আদেশ দ্বারা কতিপয় বিষয়ের নিস্পত্তি :

এই আইনে কোন কিছু করিবার জন্য যদি কোন বিধি না থাকে, কিংবা বিদ্যমান বিধিতে উক্ত বিষয়ে যদি কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা বা বিধান না থাকে, তাহা হইলে সরকার কর্তৃক জারীকৃত এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নির্বাহী আদেশ দ্বারা উহা নিস্পন্ন করা যাইবে।

৫৬। ক্ষমতা অর্পণ :

মহাপরিচালক এই আইনের অধীন তাহার কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব প্রয়োজনবোধে, লিখিত আদেশ দ্বারা, তাহার অধ:স্তন যে কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পরিবেন ।

৫৭। ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির দাবী অগ্রহণযোগ্য :

ধারা : ২৮ বা ২৯ এর অধীন প্রদত্ত আদেশের ফলে কোন লাইসেন্স, পারমিট বা পাসধারী ব্যক্তির কিংবা যেখানে কোন মাদক অপরাধ দমন অভিযান পরিচালনা করা হইয়াছে এমন স্থানের কোন মালিক বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তিনি তজ্জন্য অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবেন না বা তৎকর্তৃক প্রদত্ত কোন ফিস ফেরত চাহিতে পারিবেন না ।

৫৮। নতুন আবির্ভূত মাদকদ্রব্য, ইত্যাদি সম্পর্কে বিধান :

মহাপরিচালক জনস্বার্থে প্রয়োজনে সরকারের অনুমোদনক্রমে সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন জারি কিংবা বিধি দ্বারা নতুন ভাবে আবির্ভূত কোন মাদকদ্রব্যকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৭ এর তফসিলে সংযোজন এবং ক্ষেত্রে বিশেষে কোন মাদকদ্রব্য বিয়োজন বা পরিমার্জন করিতে পারিবে ।

৫৯। বিশেষ মাদক প্রবণ অঞ্চল, ইত্যাদি ঘোষণা:

মহাপরিচালকের সুপারিশ অনুযায়ী সরকার জনস্বার্থে মাদকের ভয়াবহতার বিষয় বিবেচনা করে রাষ্ট্রের যে কোন অঞ্চলকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিশেষ মাদক প্রবণ অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবেন এবং উক্ত অঞ্চলে মাদক অপরাধ সুষ্ঠভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল, লজিষ্টিকস, ইত্যাদিসহ যে কোন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারিবেন ।

৬০। বিদেশি রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি, ইত্যাদি :

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার দ্বিপাক্ষীক বা বহুপাক্ষীক চুক্তি, কনভেনশণ বা আর্ন্তজাতিক আইনে স্বীকৃত অন্য কোন ভাবে কোন বিদেশি রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি করিতে পারিবে।

(২) এই ধারার অধীন সরকার কোন বিদেশি রাষ্ট্রের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও এতদসংক্রান্ত অপরাধ প্রতিরোধে-

(ক) উক্ত বিদেশি রাষ্ট বা সংস্থার নিকট প্রয়োজনীয় তথ্যাদি চাহিতে পারিবে; এবং

(খ) সরকারের অনুমতিক্রমে বিদেশি রাষ্ট বা সংস্থা কর্তৃক যাচিত তথ্যাদি, জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি না হইলে, সরবরাহ করিবে।

৬১। আইনের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ :

এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, মূল বাংলা পাঠ এবং ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৬২। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা:

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৬৩। রহিতকরণ ও হেফাজত :

(১) এই আইন প্রবর্তনের সংগে সংগে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০(১৯৯০ সালের ২০ নং আইন) রহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্বেও উক্ত আইনের অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্বেও-

(ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর এর সাথে সংশ্লিষ্ট পূর্বের সকল আইন বা বিধি বিধান

(খ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর অধীন প্রণীত সকল বিধি, প্রদত্ত আদেশ, জারীকৃত সকল প্রজ্ঞাপন বা নোটিশ এবং মঞ্জুরীকৃত সকল লাইসেন্স, পারমিট, পাস ও অনুমতি

এই বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং এই আইনের অধীন প্রণীত, প্রদত্ত বা জারিকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

“তফসিল”
“ক” শ্রেণীর মাদকদ্রব্য

১। অপিয়াম পপি গাছ, অপিয়াম পপি ফল, কিংবা অপিয়াম পপির অঙ্কুরোদগম উপযোগী বীজ ।

২। কোকা গাছ বা কোকাগুল্ম বা কোকা পাতা।

৩। অপিয়াম ফল নিঃসৃত আঠাল পদার্থ, পরিশোধিত বা অপরিশোধিত কিংবা তৈরীকৃত যে কোন ধরণের আফিম, কিংবা আফিম সহযোগে তৈরী আসক্তি সৃষ্টিতে সক্ষম যে কোন পদার্থ।

৪। এসিটাইল মেথাডল (Acetyl-methadol), ফেন্টানিল (Fentanyl), এসিটাইল-আলফা-মিথাইল ফেন্টানিল (Acetyl-alpha-methyl fentanyl), আলফা-মিথাইল ফেন্টানিল (Alpha-methyl fentanyl), আলফেন্টানিল (Alfentanyl), বেটা-হাইড্রোক্সি ফেন্টানিল (Beta-hydroxy fentanyl), বেটা-হাইড্রোক্সি-৩- মিথাইল ফেন্টানিল (Beta-hydroxy-3-methyl fentanyl), লোফেন্টানিল (Lofentanyl), ৩-মিথাইল ফেন্টানিল (3-Methyl Fentanyl), সুফেনটানিল (Sufentanil), আলফামিথাইল থায়োফেন্টানিল (Alpha-methyl thiofentanyl), ৩-মিথাইল থায়োফেন্টানিল (3-Methylthiofentanyl), রেমিফেন্টানিল (Remifentanil), সুফেন্টানিল (Sufentanyl), থায়োফেন্টানিল (Thiofentanyl), এসিটাইল মেথাডল (Acetyl Methadol), আলফা এসিটাইল মেথাডল (Alphacetyl Methadol), বেটা এসিটাইল মেথাডল (Beta Methadol), আলফামেথাডল (Alphamethadol), বুপ্রেনরফিন (Buprenorphine), কোকেন (Cocaine), ক্লোরোকোডাইড (Clorocodide), এট্রোফাইন (Etrophine), হেরোইন (Heroin), এসিটাইলডিহাইড্রোকোডিন (Acetyldihydrocodeine), হাইড্রোকোডন (Hydrocodone), ডাই হাইড্রোকোডন (Di-hydrocodone), কোডিন (Codeine), হাইড্রোমরফিন (Hydromorphine), মেট্রাজাইনিন (Mitragynine), মেথাডন (Methadone), বেনজাইল মরফিন (Benzyl Morphine), মরফিন (Morphine), ন্যালবুফিন (Nalbuphine), নরকোডিন (Norcodeine) ,নরমরফিন (Normorphine), নোজকাপেইন (Noscapaine), অক্সিমরফন (Oxymorphone), প্যাপাভারিন (Papavarine), প্যাপাভেরিটাম (Papavaritum), ফেনইথাইলামিন (Phenethylamine), পেন্টাজোসিন (Pentazocine), পেথিডিন (Pethidine), পেথিডিন হাইড্রোক্লোরাইড (Pethidine Hydrochloride), পেথিডিন ইন্টারমিডিয়েট এ (Pethidine Intermediate A), পেথিডিন ইন্টারমিডিয়েট বি (Pethidine Intermediate B), পেথিডিন ইন্টারমিডিয়েট সি (Pethidine Intermediate C), থিবেইন (Thebaine)।

৫। এমফিটামিন (Amphetamine), বেনজফিটামিন (Benzfetamine), লেফিটামিন (Lefetamine), মেথামফিটামিন (Metamphetamine) বা মিথাইল এমফিটামিন (Methyl Amphetamine), মেথামফিটামিন রোসিমেট

(Metamphetamine racemate), ব্রোলামফিটামিন (Brolamphetamine), ডেক্সামফিটামিন (Dexamphetamine), ইটিলামফিটামিন (Etilamphetamine), লেভামফিটামিন (Levamphetamine), টেনামফিটামিন (Tenamphetamine) ।

৬। এসিটরফিন (Acetorphine), এলিলপ্রোডাইন (Allylprodine), আলফামেপ্রোডাইন (Alphameprodine), আলফাপ্রোডাইন (Alphaprodine), এনিলেরিডাইন (Anileridine), এ্যাসসিট্রোফাইন (Asscetrophine), বেটাসেটাইলমেথাডল (Betacetylmethadol), ডাইমেফেপটানল (Dimepheptanol), বেটামেপ্রোডাইন (Betameprodine), বেটামেথাডল (Betamethadol), বেনজিথিডাইন (Benzethidine), বেনজিলমরফিন (Benzylmorphine), বেটাপ্রোডাইন (Betaprodine), বেজিট্রামাইড (Bezitramide), ক্যানাবিস রেসিন বা চরস বা হাশিশ (Cannabis rasin or Charas or Hasis), ক্যাথিনোন (Cathinone), মেথক্যাথিনন (Methcathinone), ক্লোনিটাজিন (Clonitazene), কোডোক্সিম (Codoxime), ডেসোমরফিন (Desomorphine), ডেক্সট্রোমোরামাইড (Dextromoramide), ডেক্সট্রোপ্রোপক্সিফেন (Dextropropoxyphene), ডায়াম্প্রোমাইড (Diampromide), ডাইইথাইলথায়ামবিউটিন (Diethylthiambutene), ডায়ফিনক্সিন (Difenoxin), ডাইহাইড্রোকোডিন (Dihydrocodeine), ডাইহাইড্রোএটরফিন (Dihydroetorphine),ডাইহাইড্রোমরফিন (Dihydromorphine), ডাইমেনোক্সাডল (Dimenoxadol), ডাইমিথাইলথায়ামবিউটিন (Dimethylthiambutene), ডাইঅক্সাফেটিল বিউটাইরেট (Dioxaphetyl butyrate), ডাইফেনক্সিলেট (Diphenoxylate),ডাইপিপানন (Dipipanone), ড্রটিবানল (Drotebanol), একজোনিন (Ecgonine), এরগোমেট্রিন (Ergometrine), ইথাইলমিথাইল-থায়ামবিউটিন (Ethylmethyl-thiambutene), ইথাইলমরফিন (Ethylmorphine), ইটিসাইক্লিডিন (Eticyclidine), এটোনিটাজেন (Etonitazene), এটক্সিরিডাইন (Etoxeridine), এটরফিন (Etorphine),ইটিপটামিন (Etyptamine), ফুরিথিডিন (Furethidine), হাইড্রোকোডন বাইটারট্রেট (Hydrocodone bitartrate), হাইড্রোমরফোন (Hydromorphone), হাইড্রোক্সিপেথিডিন (Hydroxypethidine), আইসোমেথাডন (Isomethadone), কিটোবেমিডোন (Ketobemidone), লেভোমেথরফ্যান (Levomethorphan), লেভোমোরামাইড (Levomoramide), লেভোফিনাসিলমরফ্যান (Levophenacylmorphan), হাইড্রোমরফিনল (Hydromorphinol), লেভোরফ্যানল (Levorphanol), মেসকালাইন (Mescaline), মেটামেপ্রোডাইন (Metameprodine), মেটাজসিন (Metazocine), মেট্রাফাইলিন (Mitraphylline), মেথাডন ইন্টারমেডিয়েট (৪-সায়ানো-২-ডাইমেথিল-এমিনো-৪, ৪-ডাইফেনিল বিউটেন) (Methadone intermediate (4-cyano-2-dimethyl-amino-4, 4-diphenyl butane)), মেথক্যাথিনোন (Methcathinone), মেথিলাডিহাইড্রোমরফিন (Methyladihydromorphine), মেথিলডেসরফিন (Methyldesorphine), মেটোপন (Metopon), এমএমডিএ Methylenedioxy (MMDA), মোরামাইড (Moramide), মরফেরিডাইন (Morpheridine), মরফিন মেথোব্রোমাইড এবং অন্যান্য পেন্টাভেলেন্ট ডেরাইভেটিভস নাইট্রোজেন মরফিন (Morphine methobromide and other pentavalent nitrogen morphine derivatives), মরফিন-এন-অক্সাইড (Morphine-N-oxide), এমপিপিপি (MPPP) [1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)], মাইরোফিন (Myrophine), নালোক্সোন (Naloxone), নালট্রাক্সোন (Naltraxone), নিকোকোডিন

(Nicocodine), নারকোডিন (Narcodeine), নারকোটিন (Narcotine), নিকোডিকোডিন (Nicodicodine), নিকোমরফিন (Nicomorphine), নোরাসাইমেথাডল (Noracymethadol), নরলিভরফ্যানল (Norlevorphanol), নরমেথাডন (Normethadone), নরপিপানন (Norpipanone), অমনোপন (Omnopone), অরিপাভাইন (Oripavine), অক্সিকোডন (Oxycodone), প্যারা-ফ্লুরোফেন্টানিল (Para-fluorofentanyl), প্যারাহেক্সাইল (Parahexyl), পিইপিএপি (PEPAP) [1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)], ফেনাডক্সন (Phenadoxone), ফেনামপ্রমাইড (Phenampromide), ফেনাজসিন (Phenazocine), ফেনোমরফ্যান (Phenomorphan), ফেনোপেরিডিন (Phenoperidine),ফলকোডিন (Pholcodine),পিমিনোডিন (Piminodine), পিরিট্রামাইড (Piritramide), প্রোহিপটাজিন (Prohetazine), প্রোপেরিডিন (Properidine), প্রোপিরাম (Propiram),সিলোসিন (Psilocine), সিলোটসিন (Psilotsin), রেসিমেথরফ্যান (Racemethorphan), রেসিমোরামাইড (Racemoramide), রেসিমোরফ্যান (Racemorphan), রেমিফ্যান্টানিল (Remifentanil), রোলিসাইক্লিডিন (Rolicyclidine), টেনোসাইক্লিডিন (Tenocyclidine), টেট্রাহাইড্রোক্যানাবিনল (Tetrahydrocanabinol), থেবাকন (Thebacon), টিলিডাইন (Tilidine), ট্রাইমেপেরিডাইন (Trimeperidine)।

৭। ক্রমিক নম্বর ৩ হইতে ৬ পর্যন্ত উল্লিখিত মাদকদ্রব্য সমূহের উপজাত দ্রব্য বা যৌগ কিংবা উহাদের হইতে উদ্ভুত বা তৈরীকৃত কোন পদার্থ যাহাতে উক্ত পদার্থ উহার রাসায়নিক গুণাগুণ ও মনদৈহিক (Psychoactive) প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ক্ষমতাসহ বিদ্যমান, কিংবা উহাদের কোন এ্যালকালয়েড, সল্ট, আইসোমার, এ্যানালগ, কিংবা এগনিষ্টসমূহ যে বাণিজ্যিক নাম বা আকারেই থাকুক না কেন।

৮। প্রিকারসর কেমিক্যালস :
ক বা খ শ্রেণীর কোন মাদকদ্রব্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাতকরণে অত্যবশ্যকীয় উপাদান বা উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এমন প্রিকারসর কেমিক্যালসসমূহ। যথা-

এসিটিক এ্যানহাইড্রাইড (Acetic Anhydride), এন-এসিটাইল এনথ্রানিলিক এসিড (N- Acetylanthranilic Acid), এফিড্রিন (Ephedrine), এরগোমেট্রিন (Ergometrine), এরগোটামিন (Ergotamine), আইসোস্যাফরোল (Isosafrole), লাইসারজিক এসিড (Lysergic Acid), ৩, ৪- মিথাইল এনিডাইওক্সিফেনাইল-২-প্রোপানন (3, 4-Methylenedioxyphenyl-2-Propanone), নরএফিড্রিন (Norephedrine), ১-ফেনাইল-২- প্রোপানন (1-Phenyl-2-propanone), পিপারোনাল (Piperonal), পটাশিয়াম পারমাংগানেট (Potassium Permanganate), সিউডো এফিড্রিন (Pseudoephedirne), স্যাফরোল (Safrole), এসিটোন (Acetone), এ্যানথ্রানিলিক এসিড (Antharanilic Acid), ইথাইল ইথার (Ethyl Ether), হাইড্রোক্লোরিক এসিড (Hydrochloric Acid), মিথাইল-ইথাইল-কিটোন (Methyl Ethyl Ketone), ফিনাইলাসিটিক এসিড (Phenylacetic Acid), পিপারিডিন (Peperidine), সালফিউরিক এসিড (Sulphuric Acid), টলুইন (Toluene)।

‘খ’ শ্রেণীর মাদকদ্রব্য

১। গাঁজা গাছ কিংবা উহার শাখা প্রশাখা, পাতা ও ফুল, ভাং গাছ কিংবা উহার শাখা প্রশাখা, পাতা ও ফুল, গাঁজা, ভাং , সিদ্ধি, কিংবা গাঁজা বা ভাং সহযোগে প্রস্তুত এমন কোন দ্রব্য যাহা নেশা বা আসক্তি সৃষ্টিতে সক্ষম ।

২। নেশার উৎস রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে কিংবা আসক্তি সৃষ্টিতে সক্ষম যে কোন উদ্ভিদ, (ক শ্রেণীতে উল্লিখিত উদ্ভিদ ব্যতীত) উহাদের শাখা-প্রশাখা, পাতা, ফল, ফুল, বীজ কিংবা নির্জাস যাহা নেশা ও আসক্তি সৃষ্টিতে সক্ষম ।

৩। ইথাইল এ্যালকোহল (ইথানল), এ্যাবসলিউট এ্যালকোহল, রেকটিফাইড স্পিরিট, ০.৫% এর অধিক এ্যালকোহল সহযোগে প্রস্তুত যে কোন তরল পদার্থ বা ঔষধ (যাহা আসক্তি সৃষ্টিতে সক্ষম এবং যাহা নেশার উপকরণ হিসাবে পান করা হইতেছে বা হইতে পারে), ওয়াইন, বিয়ার, ওয়াশ(জাওয়া), চোলাইমদ, যে কোন ধরণের মদ, কিংবা নেশা সৃষ্টিকারী ০.৫% এর অধিক এ্যালকোহলযুক্ত যে কোন দ্রব্য ।

৪। অ্যামাইনোইনডেনস (Aminoindanes), আপান (APAAN) (Alpha-Phenylacetoacetonitrile), ডিইটি (DET) [3-{2-(Diethylamino)ethyl}indole], ডিএমএ (DMA) [(±)-2,5 Dimethoxy-alpha-methylphenethylamine] , ডিএমএইচপি (DMHP) [3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo {b,d}pyran-1-ol], ডিএমটি (DMT) [3-{2-(Dimethylamino) ryhyl}indole], ডিওইটি (DOET) [(±)-4-ethyl-2,5 Dimethoxy-alpha-methylphenethylamine], ইটিসাইক্লিডিন (Eticyclidine), পিসিই (PCE) [N-ethyl-1phenylcyclohexylamine, ইট্রিপটামিন (Etryptamine), এন-হাইড্রোক্সি এমডিএ (N-dydroxy MDA), লাইসারজিড (+Lysergide), লাইসারজিক এসিড ডাইইথাইল এ্যামাইড (Lysergic Acid Diethylamide (LSD) , এলএসডি-২৫ (LSD-25), এমডিই (MDE) *N*-ethylMDA, এমডিএমএ (MDMA) [(±)-N,alpha-dimethyl-3,4-(methylphenedioxy)phenethylamine], মেসকেলাইন (Mescaline), ৪- মিথাইল এ্যামাইনোরেক্স (4-Methyl aminorex), Methylenedioxy (MMDA) [5-methoxy-alpha-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine], ৪-এমটিএ (4-MTA)[alpha-methyl-4-methylthiophenethylamine], প্যারাহেক্সাইল (parahexyl), পিএমএ Methylphenethylamine (PMA)[para-methoxy-alpha-methylphenethylamine], সাইলোসিন (Psilocine), সাইলোসাইবিন (Psilocybine), রোলিসাইক্লিডিন (Rolicyclidine), এসটিপি/ ডিওএম (STP/DOM)[2,5-dimethoxy-alpha, 4-dimethylphenethylamine], এমডিএ (MDA)[Alpha-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine], টেনোসাইক্লিডিন (Tenocyclidine), টিএমএ (TMA)[(±)-3,4,5-trimethoxy-alpha-methylphenethylamine], এমিনেফটিন (Amineptine), ড্রোনাবিনল (Dronabinol), ফেনিটাইলিন (Fenetylline), ম্যাকলোকোয়ালন (Mecloqualone), মেথাকোয়ালন (Methaqualone), মিথাইলফেনিডেট (Methylphenedate), ফেনমেট্রাজিন (Phenmetrazine), জিপারোল (Zipeprol), এ্যালোবারবিটাল (Allobarbital), এ্যমবারবিটাল (Amobarbital), বারবিটাল (Barbital),

বুটোবারবিটাল (Butobarbital), ফেনোবারবিটাল (Phenobarbital), সেকোবারবিটাল (Secobarbital), ভিনাইলবিটাল (Vinylbital), বুটালবিটাল (Butalbital), কিটামিন (Ketamine), ক্যাথিন (নরসিউডোএফেড্রিন) (Cathine Norpseudoephedrine), সাইক্লোবারবিটাল (Cyclobarbital), গ্লুথিথামাইড (Glutethimide), পেন্টোবারবিটাল (Pentobarbital), এ্যামফিপ্রামন (Amfepramone) এ্যামিনোরেক্স (Aminorex), ক্লোরডায়াজিপক্সাইড (Chlordiazepoxide), ইথক্লোরভিনল (Ethchlorvynol) এথিনামেট (Ethinamate), ইথাইল লোফলাজিপেট (Ethyl loflazepate), ফেনক্যামফামিন (Fencamfamin), ফেনপ্রপরেক্স (Fenproporex), জিএইচবি (GHB) [Gama-Hydroxybutyric Acid], মাজিনডল (Mazindol), মেফিনোরেক্স (Mefenorex), মেপরোবামেট (Meprobamate), মেসোকার্ব (Mesocarb), মেথিল ফেনোবারবিটাল (Methylphenobarbital), মেথিপ্রাইলন (Methyprylon), পেমোলাইন (Pemoline), পিসিপি (PCP) [Phencyclidine], ফেন্ডিমেট্রাজাইন (Phendimetrazine), ফেন্টারমাইন (Phentermine), পিপ্রাডল (Pipradrol), পাইরোভালিরন (Pyrovalerone), স্যালভিনোরিন এ (Salvinorin A), সিনথেটিক ক্যানাবিনয়েড্স (Synthetic Canabinoids), শিশা (Shisha), শতকরা ০.১৪৫ ভাগের অধিক ক্যাফেইনযুক্ত যে কোন তরল পানিয় বা পদার্থ।

৫। ক্রমিক নম্বর ৪ এ উল্লিখিত মাদকদ্রব্য সমূহের উপজাত দ্রব্য বা যৌগ কিংবা উহাদের হইতে উদ্ভুত বা তৈরীকৃত কোন পদার্থ যাহাতে উক্ত পদার্থ উহার রাসায়নিক গুণাগুণ ও মনো:দৈহিক (Psychoactive) প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ক্ষমতাসহ বিদ্যমান, কিংবা উহাদের কোন এ্যালকালয়েড, সল্ট, আইসোমার, এ্যানালগ, কিংবা এগনিষ্টসমূহ।

“গ” শ্রেণীর মাদকদ্রব্য

১। তাঁড়ী, পঁচুই ইত্যাদি।

২। মিথাইল এ্যালকোহল (মিথানল), মিথানল মিশ্রিত যে কোন তরল রাসায়নিক পদার্থ, ডিনেচার্ড স্পিরিট, মেথিলেটেড স্পিরিট, ইথাইল এ্যালকোহল ছাড়া অন্য সকল প্রকার এ্যালকোহল, সোপ স্পিরিট কিংবা মনুষ্য পানের অনুপযোগি যে কোন ধরণের কর্মাশিয়াল স্পিরিট।

৩। ফ্লুনাইট্রাজিপাম (Flunitrazepam), আলপ্রাজোলাম (Alprazolam), ব্রোমাজিপাম (Bromazepam), ব্রোটিজোলাম (Brotizolam), ক্যামাজিপাম (Camazepam), ক্লোবাজাম (Clobazam), ক্লোনাজিপাম (Clonazepam), ক্লোরাজিপেট (Clorazepate), ক্লোটিয়াজিপাম (Clotiazepam), ক্লোক্সাজোলাম (Cloxazolam), ডিলোরাজিপাম (Delorazepam), ডায়াজিপাম(Diazepam), এষ্টাজোলাম(Estazolam), ফ্লুডায়াজিপাম (Fludiazepam), ফ্লুরাজিপাম (Flurazepam), হালাজিপাম (Halazepam), হালোক্সাজোলাম (Haloxazolam), কেটাজোলাম (Ketazolam), লোপ্রাজোলাম (Loprazolam), লোরাজিপাম (Lorazepam), লোরমেটাজিপাম (Lormetazepam), মেডাজিপাম (Medazepam), মেফিনোরেক্স (Mefenorex), মেপরোবামেট (Meprobamate), মিডাজোলাম (Midazolam), নিমিটাজিপাম (Nimetazepam), নাইট্রাজিপাম (Nitrazepam), নরডাজিপাম (Nordazepam), অক্সাজিপাম (Oxazepam), অক্সাজোলাম (Oxazolam), পিনাজিপাম (Pinazepam), প্রাজিপাম (Prazepam), টেমাজিপাম (Temazepam), টেট্রাজিপাম (Tetrazepam), ট্রায়াজোলাম (Triazolam), ভিনাইলবিটাল (Vinylbital), জলপিডেম (Zolpidem)

৪। ক্রমিক নম্বর ৩ এ উল্লিখিত মাদকদ্রব্যসমূহের উপজাত দ্রব্য বা যৌগ কিংবা উহাদের হইতে উদ্ভুত বা তৈরীকৃত কোন পদার্থ যাহাতে উক্ত পদার্থ উহার রাসায়নিক গুণাগুণ ও মনদৈহিক (Psychoactive) প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ক্ষমতাসহ বিদ্যমান, কিংবা উহাদের কোন এ্যালকালয়েড, সল্ট, আইসোমার, এ্যানালগ, কিংবা এগনিষ্টসমূহ।